জুলাই মাস
যিশুর অমূল্য রক্তের মাস

প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২২ | ৫ - ১১ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

যিশুর অমূল্য রক্তে মানবজাতির মুক্তি

জেলেদের মাঝে সমবায় প্রতিষ্ঠায়
ঈশ্বরের সেবক ফ্লাভিয়ান লাপ্লান্তে সিএসসি

সম্প্রীতি ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

সংলাপ | সহযোগিতা | সম্প্রীতি | শান্তি | সমৃদ্ধি

খেলাধূলা হতে পারে পরিবার ও সমাজে সম্প্রীতির সেতুবন্ধন

বিদায়ের সাত বছর

নির্জন ব্লেইস সরকার

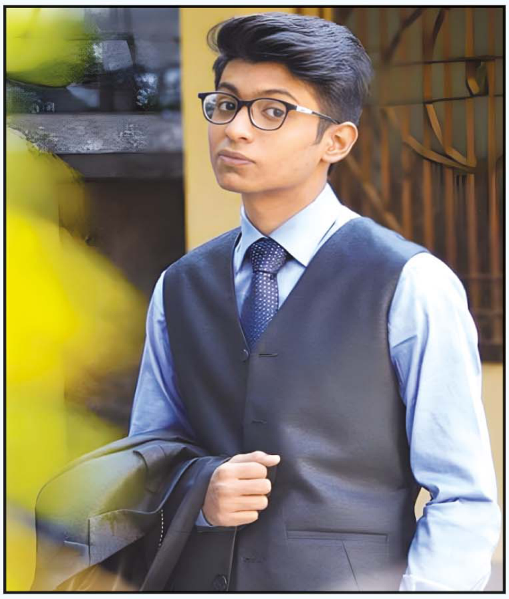

Nirjon Blaise Sarker
জন্ম : ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৭ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বাবা নির্জন-

তুমি ছিলে, তুমি আছো,

তুমি থাকবে চিরদিন আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে।

প্রকৃতি ও জীবন তার আপন গতিতেই চলবে এটাই নিয়ম। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হলো তার অতি প্রিয়জনকে হারানো। সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস পেরিয়ে বছর চলে যাচ্ছে, যে দিনে পরম পিতা বাহ্যিকভাবে তোমাকে আমাদের কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছেন। সেদিন ছিল আমাদের সবচেয়ে আনন্দের দিন, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ, যেদিন পরম পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলাম তোমাকে। আর একইভাবে সেদিন ৭ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ ছিল সর্বোচ্চ কষ্টের দিন যেদিন আমাদের ছেড়ে আবার পরম পিতার কাছে চলে গেলে।

বাবা, তুমি তোমার মায়ের গলায় ধরে মাত্র ছয় বছর আগেই বলেছিলে *"মা তুমি আমার পৃথিবী আর ফাগুন আমার হার্ট, আমি সারাজীবন তোমার পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো মা কিন্তু আমার হার্টটা শুধু মৃত থাকবে।"* সত্যি বাবা তুমি আমার পৃথিবীতে বেঁচে আছো, কিন্তু তোমার হার্টটা মৃত। তুমি আমার হৃদয়েই বেঁচে আছো তোমার সমস্ত সৃজনশীলতাকে নিয়ে। আর আমরা এটা ভাবি বলেই আমরাও বেঁচে আছি বাবা। তুমি একটু বেশি আগেই তোমার প্রিয় যিশুর কাছে চলে গেছ কারণ এ বিষয়ে তো জীবিত কোনো মানুষের হাত নেই একমাত্র ঈশ্বরই জানেন তাঁর পরিকল্পনা। আমি এটা ভেবে কষ্টের মাঝেও আনন্দ পাই যে, তুমি ছিলে একজন বহু গুণের অধিকারী মূল্যবোধ সম্পন্ন ছেলে আর তাই মানুষকে ভালোবেসেই পৃথিবী ত্যাগ করেছ। তোমার এই ভাল শব্দটা ভেবেই কেবল আমরা বেঁচে আছি।

বাবা, মনেই হয়না যে ছয়টি বছর পার হয়ে গেল। মনে হয় সার্বক্ষণিকই তোমাকে দেখছি এবং ভাবছি হয়তো কোথাও বেড়াতে গিয়েছ আবার চলে আসবে বলে অপেক্ষায় আছি। সোনাবাবা, তোমার তো যাওয়ার কথা ছিল না কেন এমনটি হলো বলতে পার? জানি সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। মৃত্যুই মানুষের শেষ ঠিকানা। এই পৃথিবীতে কেবল আমরা স্বল্প সময়ের জন্য বেড়াতেই আসি। সবাইকেই একদিন চলে যেতে হবে ঈশ্বরের রাজ্যে যেটা আমাদের আসল ঠিকানা। কিন্তু তারপরও প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্ত তোমার অভাব অনুভব করি যা কোনভাবেই প্রকাশ করা যায় না যদিও ঈশ্বরের মাধ্যমে তোমার দিদি ও দাদাকে পাঠিয়েছ আমাদের সান্নিধ্যে। যারা মা বলে আমার হৃদয়টার কষ্ট কমানোর চেষ্টা করে। আমাদের হৃদয়টা ব্যথায় ভেঙ্গে যাচ্ছে, কোন ভাষা আসছে না মনে, লিখতে বসে হৃদয় থেকে রক্ত ঝরছে। তুমি ছিলে আমাদের হৃদস্পন্দন। আচমকা এক কালবৈশাখী এসে সেই হৃদস্পন্দনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

Nirjon Blaise Sarker

বাবা, তোমার ঘর তোমার সখের ছবি, খেলার জিনিস, ক্রুশে যিশুর ছবি দিয়ে সাজিয়েছি। পুরোঘরটি তোমার জিনিস দিয়ে স্মৃতিময় হয়ে আছে। শুধু তুমি শারীরিকভাবে উপস্থিত নাই। তাই তোমার ছবিটাই প্রতিদিন বুকে জড়িয়ে থাকি আর বলি বাবা তোমাকে অনেক ভালবাসি, তুমি থাক তোমার প্রিয় যিশুর কাছে। আমরা কেবল আছি একটি ছায়াহীন, মালিহীন কষ্টের বাগানে। তোমার প্রদানকৃত অসংখ্য স্মৃতি যেমন আর্টকৃত অসংখ্য ছবি, গান, অসংখ্য গল্পের বই, ধর্মীয় বই ও পবিত্র শিশুতোষ বাইবেল, প্রিয় জামা, গিটার, হারমোনিয়াম-তবলা, সৃজনশীল খেলনা, অসংখ্য ছবি, ভলান্টিয়ার কার্যক্রমের জিনিস, তোমার প্রতিযোগিতার অনেক উপহার, মূল্যবোধ সম্পন্ন সংগৃহীত অসংখ্য বাক্য, ভিডিও ইত্যাদি হৃদয়ে ধারণ করেই বেঁচে আছি ও থাকবো। তোমার প্রিয় কিটিটিও (ডগ) আর বেঁচে নেই। তোমার দাদু, বড় কাকা, ছোট মাসি ও ছোট মামাও তোমার কাছে চলে গিয়েছে। তোমার কথা স্মরণ করে তাদের কবরে তোমার পক্ষে মাটি দিয়েছি। তোমার হাজারো প্রিয় বন্ধুরা ও শিক্ষকগণ তোমাকে প্রচুর মিস করে। নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে জীবনের সামনের পথ এগুতে যখন খুব কষ্ট হচ্ছিল ঠিক তখনই বুঝতে পারলাম তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করছো। আমরা বিশ্বাস করি, তুমি স্বর্গের দূত, পিতা তোমাকে তার শাশ্বত রাজ্যে স্থান দিয়েছেন। একদিন আমরাও প্রভুর রাজ্যে তোমার কাছে যাব।

শোকার্ত-

মা ও বাবা (প্রভা ও যোসেফ) এবং ঠাকুমা, কাকা-কাকীমা, পিসা ও পিসিমা, প্রিয় মাসিমা (রেখা) ও মেসো, প্রিয় মামা (মঞ্জু, দিলীপ, মলয়) ও প্রিয় মামী (আগ্নেস, শান্তি, সুফলা, স্বর্ণ, জলি ও হিমানী) প্রিয় দাদা (মিঠু, সাকীব, রাফি, প্রবীর, পল্লব, জুয়েল, ম্যাগডোনাল্ড, জেরী, শিপন, নিরেন, রনাল্ড, স্টিভ) ও প্রিয় বৌদি-(মিতা, স্যান্ডি, রুপালী ও লিমা)-প্রিয় দিদি (সিস্টার রুমা-শান্তিরাণী, সিস্টার ফ্লোরা-সিস্টারস্ অব চ্যারিটি, জেকসী, লিজা, জুবিলেট, তনুশ্রী, মৌটুসী), প্রিয় বোন (মৌ, দীপিতা, অমৃতা, প্রিয়াঙ্কা ও মুগ্ধতা), প্রিয় ভাই (প্রজন্ম ও প্রাবল্ল , দীপ, দীপ্ত) প্রিয় ভাইজি (রূপম, রীদি, নিলাদ্রি, ঐন্দ্রিলা), প্রিয় ভাগ্নি/ভাগ্নে (অপসরী, এঞ্জেল, সানভি, সৌর্য, এইডেন, এলিনা) প্রিয় ভাইপো- স্পর্শ।

বিজ্ঞ/১৩২/২৬

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ২২
০৫ জুলাই - ১১ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
২১ আষাঢ় - ২৭ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

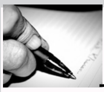

সম্পাদকীয়

জীবন গঠনে ও পালকীয় সেবাকাজে যুক্ত হোক খেলাধুলা

খেলাধুলা কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়; এটি মানুষের সামগ্রিক বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। সুস্থ দেহ, সুস্থ মন এবং সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য খেলাধুলার গুরুত্ব আজ সর্বজনস্বীকৃত। আধুনিক বিশ্বে যখন প্রযুক্তিনির্ভর জীবন মানুষকে ক্রমেই একাকী, নিষ্ক্রিয় ও মানসিক চাপগ্রস্ত করে তুলছে, তখন খেলাধুলা মানুষের মধ্যে প্রাণশক্তি, আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে নতুনভাবে জাগ্রত করে। এ কারণেই খেলাধুলাকে শিক্ষা, পরিবার, সমাজ এবং মণ্ডলীর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

খেলাধুলা মানুষের চরিত্র গঠনের এক অনন্য বিদ্যালয়। মাঠে একজন খেলোয়াড় শিখে নিয়ম মেনে চলতে, সময়ের মূল্য দিতে, দলগতভাবে কাজ করতে, নেতৃত্ব দিতে এবং নেতৃত্ব মেনে নিতে। সে শেখে জয়কে বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে, আবার পরাজয়কে ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে মেনে নিতে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই মূল্যবোধগুলিই একজন মানুষকে পরিণত ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। সততা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, অধ্যবসায়, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ক্ষমাশীলতা ও সহযোগিতার মতো মানবিক গুণাবলি খেলাধুলার মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়।

খেলাধুলা মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলে। একটি ফুটবল বা ক্রিকেট ম্যাচে আমরা দেখি–ভিন্ন পটভূমির মানুষ একই লক্ষ্য নিয়ে একসঙ্গে খেলছে, একে অপরকে উৎসাহ দিচ্ছে, আনন্দ ভাগাভাগি করছে। এই অভিজ্ঞতা সামাজিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধকে শক্তিশালী করে। পরিবারেও যখন অভিভাবক ও সন্তান একসঙ্গে খেলাধুলায় অংশ নেন, তখন পারস্পরিক যোগাযোগ ও বিশ্বাস আরও গভীর হয়।

বর্তমান বিশ্বে খেলাধুলা কেবল শখের বিষয় নয়; এটি একটি সম্মানজনক পেশা এবং জাতীয় উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ খাত। দক্ষ ক্রীড়াবিদ, প্রশিক্ষক, রেফারি, ক্রীড়া-চিকিৎসক, ফিটনেস বিশেষজ্ঞ, ক্রীড়া-সাংবাদিক, ক্রীড়া-ব্যবস্থাপক–অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে এই খাতকে ঘিরে। ক্রীড়াবিদদের সাফল্য একটি দেশের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশে খেলাধুলা অনেক সময় অপরাজনীতি, ব্যক্তিস্বার্থ ও সিন্ডিকেটের শিকার হয়। ফলে প্রকৃত মেধাবী এবং সম্ভাবনাময় ক্রীড়াবিদ হারিয়ে যায়। তাই খেলাধুলাকে অবশ্যই এসব সংকীর্ণতার উর্ধ্বে রাখতে হবে।

খেলাধুলার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিশ্বজনীন মণ্ডলীও খেলাধুলাকে মানব উন্নয়ন ও মঙ্গলসমাচার প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পোপ চতুর্দশ লিও খেলাধুলাকে মানব মর্যাদা, ভ্রাতৃত্ব, অন্তর্ভুক্তি এবং শান্তির সংস্কৃতি গড়ে তোলার একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁর আহ্বান স্পষ্ট–খেলাধুলা যেন প্রতিযোগিতার সীমা ছাড়িয়ে মানুষের মধ্যে আশা, নৈতিকতা ও পারস্পরিক সম্মান গড়ে তোলে। এর আগে পোপ ফ্রান্সিস এবং পোপ ২য় জন পলও খেলাধুলাকে মানবিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন।

পোপ মহোদয়দের মনোভাবের সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলীও খেলাধুলাকে যথার্থ গুরুত্ব দিবে বলে মনে হচ্ছে। একসময় সুন্দর একটি ঐতিহ্য ছিল। সময়ের বিবর্তনে সেখানে কিছুটা ভাটা পড়েছে। নানা ব্যস্ততা, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, পর্যাপ্ত মাঠের অভাব এবং পরিকল্পনার ঘাটতির কারণে অনেক স্থানে ক্রীড়া কার্যক্রম আগের মতো সক্রিয় নেই। অথচ আজকের তরুণ প্রজন্মকে কাছে টানতে খেলাধুলার মতো কার্যকর মাধ্যম খুব কমই রয়েছে। যে তরুণ হয়তো রবিবার গির্জায় নিয়মিত আসে না, সেই তরুণ একটি ফুটবল বা ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আনন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারে। সেই অংশগ্রহণ থেকেই গড়ে উঠতে পারে সম্পর্ক, বিশ্বাস এবং মণ্ডলীর প্রতি আপনত্বের অনুভূতি।

অতএব, এখনই সময় খেলাধুলাকে পালকীয় পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার। প্রতিটি ধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ক্রীড়া কর্মসূচি, আন্তঃধর্মপল্লী ও আন্তঃধর্মপ্রদেশ প্রতিযোগিতা, শিশু-কিশোর ও যুবদের জন্য ক্রীড়া প্রশিক্ষণ, নারী ক্রীড়াবিদদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, দক্ষ কোচ তৈরির উদ্যোগ এবং খেলাধুলার সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গঠনকে যুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিটি প্রতিযোগিতা প্রার্থনা দিয়ে শুরু হতে পারে এবং খেলার বিরতিতে মানবিক মূল্যবোধ, পরিবেশ, মাদকবিরোধী সচেতনতা কিংবা সুসমাচারের সংক্ষিপ্ত বার্তা উপস্থাপন করা যেতে পারে। এভাবেই খেলাধুলার মাঠ হয়ে উঠতে পারে সুসমাচার প্রচার, নেতৃত্ব বিকাশ এবং সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলার এক কার্যকর মঞ্চ। †

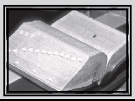

আমার জোয়াল সুবহ, ও আমার বোঝা লঘুভার। (মথি ১১:৩০)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

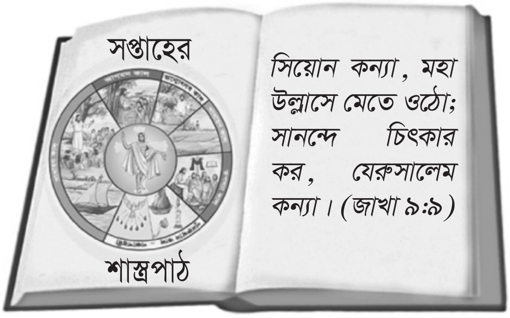

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০৫ জুলাই - ১১ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

০৫ জুলাই, রবিবার
সাধারণকালের ১৪তম রবিবার *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)*
জাখা ৯: ৯-১০, সাম ১৪৫: ১-২, ৮-১১, ১৩-১৪, রোম ৮: ৯, ১১-১৩, মথি ১১: ২৫-৩০

০৬ জুলাই, সোমবার
সাধারণকালের ১৪তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)*
সাধ্বী মারীয়া গরেত্তি, সাক্ষমর
হোসে ২: ১৬-১৭, ২১-২২, সাম ১৪৫: ২-৯, মথি ৯: ১৮-২৬

০৭ জুলাই, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ১৪তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)*
হোসে ৮: ৪-৭, ১১-১৩, সাম ১১৫: ৩-৯, ১১, মথি ৯: ৩২-৩৮

০৮ জুলাই, বুধবার
সাধারণকালের ১৪তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)*
হোসে ১০: ১-৩, ৭-৮, ১২, সাম ১০৫: ২-৭, মথি ১০: ১-৭

০৯ জুলাই, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ১৪তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)*
হোসে ১১: ১, ৩-৪, ৮-৯, সাম ৮০: ১-২, ১৪-১৫, মথি ১০: ৭-১৫

১০ জুলাই, শুক্রবার
সাধারণকালের ১৪তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)*
হোসে ১৪: ২-১০, সাম ৫১: ১-২, ৬-৭. ১০-১২, ১৫, মথি ১০: ১৬-২৩

১১ জুলাই, শনিবার
সাধারণকালের ১৪তম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-২)*
ইসা ৬: ১-৮, সাম ৯৩: ১-২, ৫, মথি ১০: ২৪-৩৩

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০৬ জুলাই, সোমবার
+ ২০১৭ সি. রোজ বার্নাড, সিএসসি (ঢাকা)

০৭ জুলাই, মঙ্গলবার
+ ১৯৫৮ সি. এম. আগাথা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৬ সি. মারীসেলিন, এসএমআরএ

০৮ জুলাই, বুধবার
+ ২০১৭ সি. মেরী লুইস, আরএনডিএম
+ ২০২০ সি. এম. ইসাবেল, এমসি

০৯ জুলাই, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫১ ফা. অন্তোরিনো পেদ্রোত্তি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৩ সি. জন লাপোয়াঁত, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৪ সি. মেরী জেম্‌স দেশাই, আরএনডিএম
+ ২০২২ সি. মেরী বার্নার্ড, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০২৪ সি. সিসিলিয়া কস্তা অব দ্য ইনফ্যান্ট জিজাস, এসএমআই

১০ জুলাই, শুক্রবার
+ ১৯৭০ ফা. মারিও কিওফী, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১০ সি. মেরী বেনেডিক্টস্ পিসিপিএ (দিনাজপুর)
+ ২০২১ ফা. বনিফাস মুর্মু (দিনাজপুর)

১১ জুলাই, শনিবার
+ ১৯৭৪ ফা. জের্ভে লাপিয়ের, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

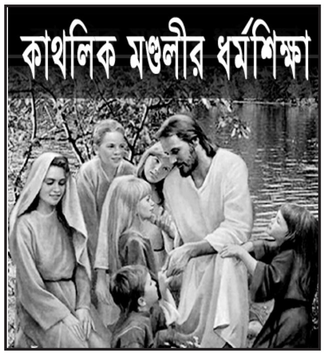

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২২১৩ মানবসমাজ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত। তাদের ভালভাবে শাসন করার অর্থ অধিকারের নিশ্চয়তা এবং দায়িত্বপালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যেমন চুক্তির শর্ত পালন করা। মালিক এবং কর্মচারীর মধ্যে, যারা দেশ পরিচালনা করেন তাদের এবং নাগরিকদের মধ্যে সঠিক সম্পর্কের পূর্বশর্ত হচ্ছে, ন্যায্যতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে, মানব-ব্যক্তির মর্যাদা অনুসারে স্বাভাবিক সদিচ্ছ।

(গ) পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের কর্তব্য

সন্তানের কর্তব্যসমূহ

২২১৪ মানবিক পিতৃত্বের উৎস হচ্ছে ঐশ্বরিক পিতৃত্ব, আর তা-ই হচ্ছে পিতামাতার প্রাপ্য সম্মানের ভিত্তি। বাবা ও মায়ের জন্য নাবালক বা সাবালক সন্তানের শ্রদ্ধাবোধ, তাদের বন্ধনজাত স্বাভাবিক স্নেহ-মমতার গুণেই বৃদ্ধি লাভ করে। ঈশ্বরের আজ্ঞা তা-ই দাবি করে।

২২১৫ পিতামাতার প্রতি *(সম্মানের সন্তানসুলভ ভক্তি-শ্রদ্ধা)* উৎস হচ্ছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ, যারা তাদের জীবন দান করেছেন, তাদের ভালোবাসা ও শ্রম দিয়ে তাদের সন্তানদের এ পৃথিবীতে জন্ম দিয়েছেন এবং তাদের দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে বৃদ্ধি পেতে, এবং জ্ঞানে ও ঐশ-অনুগ্রহে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। "তোমার পিতাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে শ্রদ্ধা কর, তোমার মাতার প্রসবযন্ত্রণার কথা ভুলো না। মনে রেখে, তারাই তোমাকেই জন্ম দিলে; তারা তোমার জন্য যা করলেন, তার প্রতিদানে তুমি তাদের কি দেবে?"

২২১৬ সন্তানসুলভ শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় প্রকৃত অধীনতা ও বাধ্যতার দ্বারা। "সন্তান আমার, তোমার পিতার আজ্ঞা পালন কর, তোমার মাতার নির্দেশ বাণী অবজ্ঞা করো না...; চলার সময় তা তোমাকে পথ দেখাবে, শোয়ার সময় তোমার উপর দৃষ্টি রাখবে, জেগে উঠার সময় তোমার সঙ্গে কথা বলবে।" "প্রজ্ঞাবান সন্তান পিতার শাসনের ফল, বিদ্রূপকারী ভর্ৎসনা শোনে না।"

২২১৭ সন্তান যতদিন তার মা-বাবার সঙ্গে থাকে, ততদিন সন্তানের উচিত তার মা-বাবার কথা শোনা, তাকে তার বা পরিবারের মঙ্গলের জন্য যা-কিছু করতে বলা হয় তা করা। "সন্তানেরা, তোমরা সবকিছুতে পিতামাতার বাধ্য হও; তা ঈশ্বরের সন্তোষজনক।" ছেলেমেয়েদের উচিত তাদের শিক্ষকদের যুক্তিযুক্ত নির্দেশ মেনে চলা, যাদের উপর তাদের মা-বাবা তাদের ভার ন্যস্ত করেছেন। কিন্তু কোন শিশু যদি বিবেকের নির্দেশ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয় যে, কোন আদেশ নৈতিকভাবে ঠিক নয়, তা হলে ঐ বিশেষ নির্দেশ তার পালন করা উচিত।

বড় হলেও ছেলেমেয়েদের উচিত মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা। তাদের উচিত আগে থেকেই তাদের ইচ্ছা বুঝা, তাদের উপদেশ গ্রহণে আগ্রহী হওয়া এবং তাদের সতর্কবাণীওত কর্ণপাত করা। ছেলেমেয়ে যখন স্বনির্ভর হয়ে ওঠে তখন পিতামাতার প্রতি বাধ্যতা প্রযোজ্য নয়, কিন্তু তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো দায়িত্ব কোন কালেই শেষ হয় না। এই শ্রদ্ধার ভিত্তি হচ্ছে ঈশ্বর-সম্ভ্রম, যা পবিত্র আত্মারাই অন্যতম দান।

২২১৮ চতুর্থ আজ্ঞা সাবালক ছেলেমেয়েদের বাবা-মার প্রতি দায়িত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাদের বৃদ্ধ বয়সে, অসুস্থতায়, একাকীত্বে বা দুঃসময়ে তারা যতটুকু পারে ঠিক ততটুকু বৈষয়িক বা নৈতিক সহায়তা বাবা-মার জন্য তাদের দেওয়া অবশ্যই উচিত। যীশুও এই কৃতজ্ঞতার দায়িত্বের কথা স্মরণ করেন।

প্রভু সন্তানদের চেয়ে পিতাকেই গৌরবমণ্ডিত করেন; পুত্র সন্তানদের উপর মাতার অধিকার সমর্থন করেন। পিতাকে যে সম্মান করে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়; মাতাকে যে শ্রদ্ধা করে, সে যেন রাশি রাশি ধন সঞ্চয় করে। পিতাকে যে সম্মান করে, সে নিজ সন্তানদের কাছ থেকে আনন্দ পাবে, প্রার্থনার দিনে সাড়া পাবে। পিতাকে যে শ্রদ্ধা করে, সে দীর্ঘায়ু হবে; প্রভুর প্রতি যে বাধ্য, সে মাতাকে সান্ত্বনা দেয়।

সন্তান, তোমার পিতার বৃদ্ধ বয়সে তার অবলম্বন হও, তার জীবনকালে তাকে দুঃখ দিয়ো না। যদিও তিনি জ্ঞানহীন হয়ে পড়েন, তাকে সহানুভূতি দেখাও। তোমার পূর্ণ তেজের দিনে তাকে অবজ্ঞা করো না... পিতাকে যে একা ফেলে রাখে সে ঈশ্বর-নিন্দুকের মত, মাতাকে ক্ষব্ধ করে তোলে সে প্রভুর অভিশাপের পাত্র।

যিশুর অমূল্য রক্তে মানবজাতির মুক্তি

চন্দন মন্ডল

“কারণ তোমরা জান যে, তোমাদের পিতৃ পুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অসার জীবনধারা থেকে তোমাদের মুক্তি নশ্বর বস্তু, যেমন রূপা বা সোনা দিয়ে নয়, বরং নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক খ্রিস্টের বহুমূল্য রক্তের দ্বারা হয়েছে” (১ পিতর ১:১৮-১৯)।

ভূমিকা: মানবজাতির ইতিহাসে যিশু খ্রিস্টের রক্তের মতো মূল্যবান আর কিছু নেই। পৃথিবীর সমস্ত সোনা, রূপা কিংবা ধনসম্পদ মানুষের আত্মাকে পাপ থেকে মুক্ত করতে পারে না। কিন্তু যিশুর এক ফোঁটা রক্ত পাপী মানুষকে ধার্মিক বলে গণ্য করতে পারে। এই রক্ত শুধু ক্ষমার প্রতীক নয়; এটি ঈশ্বরের প্রেম, করুণা, মুক্তি এবং অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তার প্রতীক। আদম ও হবার পাপের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাপ ও মৃত্যুর প্রবেশ ঘটে। সেই দিন থেকে মানুষ ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে ভালোবেসে তাঁর একমাত্র পুত্র যিশু খ্রিস্টকে পৃথিবীতে পাঠালেন, যাতে তিনি ক্রুশে নিজের রক্ত ঢেলে মানবজাতির মুক্তির মূল্য পরিশোধ করেন।

যিশুর রক্ত পাপ ক্ষমা করে: বাইবেল শিক্ষা দেয় যে, “রক্তপাত ছাড়া পাপের ক্ষমা হয় না।” পুরাতন নিয়মে পশুর রক্ত দ্বারা সাময়িকভাবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হতো। কিন্তু সেই বলিদান ছিল ভবিষ্যতে আসতে থাকা প্রকৃত বলিদানের ছায়ামাত্র। যখন যিশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন, তখন তিনি একবারেই সকল মানুষের জন্য পরিপূর্ণ বলি হলেন। তাঁর রক্ত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখে–যদি মানুষ অনুতাপ করে তাঁর কাছে ফিরে আসে। আজ কেউ যদি নিজেকে পাপী মনে করে, তবে তার নিরাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। যিশুর রক্ত এখনো শক্তিশালী। তাঁর রক্ত প্রতিটি অনুতপ্ত হৃদয়কে পরিষ্কার করে এবং নতুন জীবন দান করে।

যিশুর রক্ত আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন ঘটায়: পাপ মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে একটি দেয়াল সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু যিশুর রক্ত সেই দেয়াল ভেঙে দিয়েছে। ক্রুশে যিশুর মৃত্যুর সময় মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়েছিল। এটি ছিল একটি গভীর আধ্যাত্মিক চিহ্ন যে, এখন মানুষ যিশুর মাধ্যমে সরাসরি ঈশ্বরের কাছে আসতে পারে। আজ আর কোনো মধ্যস্থ বলিদানের প্রয়োজন নেই। যিশুর রক্তের কারণে আমরা সাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে যেতে পারি এবং তাঁকে “পিতা” বলে ডাকতে পারি।

যিশুর রক্ত শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয় দেয়: খ্রিস্টীয় জীবনে বিশ্বাসীদের অনেক আধ্যাত্মিক যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়। শয়তান মানুষকে ভয় দেখায়, দোষী সাব্যস্ত করতে চায় এবং ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে

দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাইবেল ঘোষণা করে যে, বিশ্বাসীরা মেষশাবকের রক্তের দ্বারা বিজয়ী হয়। যখন আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে যিশুর রক্তের ওপর নির্ভর করি, তখন শয়তানের অভিযোগ ব্যর্থ হয়। কারণ আমাদের ধার্মিকতা আমাদের নিজের নয়; এটি যিশুর রক্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত।

যিশুর রক্ত আমাদের অন্তরকে শুদ্ধ করে: অনেক মানুষ বাইরে থেকে ভালো দেখালেও ভেতরে অপরাধবোধ, কষ্ট এবং ভাঙা হৃদয় নিয়ে জীবন কাটায়। যিশুর রক্ত শুধু বাহ্যিক জীবন পরিবর্তন করে না; এটি মানুষের হৃদয়কে নতুন করে তোলে। তাঁর রক্ত বিবেককে শুদ্ধ করে, অপরাধবোধ দূর করে এবং নতুন আশার জন্ম দেয়। যে ব্যক্তি যিশুর কাছে আসে, সে শুধু ক্ষমাই পায় না; সে নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠে।

যিশুর রক্ত নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছে: শেষ ভোজের সময় যিশু বলেছিলেন, “এই পাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নতুন নিয়ম।” পুরাতন নিয়ম ছিল আইননির্ভর; কিন্তু নতুন নিয়ম অনুগ্রহনির্ভর। যিশুর রক্তের মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে একটি নতুন সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এই নতুন নিয়মে বিশ্বাসী ঈশ্বরের সন্তান হয়, পবিত্র আত্মার অধিকারী হয় এবং অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকার লাভ করে।

যিশুর রক্ত আমাদের আশার ভিত্তি: এই পৃথিবীতে সব কিছুই অনিশ্চিত। ধনসম্পদ, স্বাস্থ্য, সম্মান–সবই একদিন শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যিশুর রক্তের ওপর যে আশা প্রতিষ্ঠিত, তা কখনো ব্যর্থ হয় না। কারণ সেই রক্তের মূল্য চিরন্তন। যখন আমরা দুর্বল হই, তখন তাঁর রক্ত আমাদের সাহস দেয়। যখন আমরা ভেঙে পড়ি, তখন তাঁর রক্ত আমাদের তুলে দাঁড় করায়। যখন আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হই, তখনও তাঁর রক্ত আমাদের অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা দেয়।

যিশুর রক্তের প্রতি আমাদের দায়িত্ব: যদিও আমরা জানি যে, যিশুর রক্ত এত মূল্যবান, তবে আমাদের জীবনে সেই অনুযায়ী হওয়া উচিত। পাপ থেকে দূরে থাকতে হবে। প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে হবে। অন্যদের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দিতে হবে। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে জীবনযাপন করতে হবে। ভালোবাসা, ক্ষমা এবং পবিত্রতার পথে চলতে হবে। যিশুর রক্তকে শুধু মুখে স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়; আমাদের জীবনেও তার প্রভাব প্রকাশ পেতে হবে।

যিশুর অমূল্য রক্ত মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। এই রক্ত আমাদের পাপ ক্ষমা করে, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন ঘটায়, শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয় দেয়, অন্তরকে শুদ্ধ করে এবং অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করে। আজও যিশুর রক্ত কার্যকর। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর কাছে আসে, সে নতুন জীবন লাভ করে। তাই আসুন, আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে যিশুর অমূল্য রক্তের শক্তিতে বিশ্বাস রাখি এবং এমন জীবন যাপন করি যা তাঁর মহিমা প্রকাশ করে। ৯০

সম্প্রীতি ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

এমরোজ গোমেজ

প্রতিটি প্রাণীই ঝামেলা বিহীন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবস্থান করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সকল মানব সন্তানের প্রবল ইচ্ছা শান্তিতে বসবাস করা। মানুষ তার সকল প্রাপ্তি উপভোগ করতে চায়। মানুষ পরস্পর পরস্পরের ভালবাসায় মিলেমিশে বাস করতে প্রত্যাশা করে। এটা তার জন্মগত ইচ্ছা। পরম সৃষ্টিকর্তা সকল ব্যবস্থা করেই পৃথিবীতে প্রাণীকূলকে পাঠিয়েছেন। তবে প্রাণীর মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠ করে এবং স্বাধীনতা ও বিবেক বুদ্ধি দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই স্বাধীনতাই মানুষকে বিপদে ফেলেছে মনে করি। কারণ মানুষ তার এই স্বাধীনতা স্বার্থপরতার সাথে ব্যবহার করে ভাই মানুষের অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছে। কিছু সংখ্যক মানুষ হয়ে উঠেছে অতিমাত্রায় স্বার্থপর, হয়েছে আত্ম অহংকারী, গড়ে তুলছে সম্পদের পাহাড়। তাদের ধ্যানে মনে সম্পদের পাহাড় গড়ার পায়তারা করছে। নিজেকে গড়ে তুলেছে প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে। আর প্রভাব খাটিয়ে তারা দুর্বল মানুষের সম্পদ লুটে নিয়ে সর্বশান্ত করে ফেলছে। দরিদ্র, দুর্বল মানুষকে বাক্ রুদ্ধ করে ফেলছে। মানুষের এহেন স্বভাবই আজ পৃথিবীটাকে কেন যেন উলটপালট করে ফেলেছে। পূর্বে ধনী মানুষ ছিল, জমিদার ছিল তবে দরিদ্র, অসহায় সাধারণ মানুষ শান্তিতেই ছিল, ছিল নিরাপদে। কিন্তু বর্তমানে যারা ধনী তথা সম্পদশালী তাদের নাম হল প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তাদের ক্ষমতা অনেক, প্রভাব খাঁটিয়ে প্রশাসনকেও তারা আয়ত্বে রাখার ক্ষমতা রাখে এবং যা চায় তা করতে সক্ষম। এই তথাকথিত প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ সমাজের মানুষগুলোকে জিম্মি করে ফেলেছে। যুব সমাজকে তাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে। এক অশান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ফেলেছে। ফলে মানুষ মানুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। বিবাদ শুধু সমাজেই নয় পরিবারেও বিদ্যমান। আর বর্তমান এই স্বার্থপরতার কারণে উচু-নিচু, জাতি-বিজাতি, দেশী-বিদেশী, কাল মানুষ-সাদা মানুষ, ধনী-দরিদ্র, নমঃ শুদ্ধ, শ্রমিক-মালিক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ইত্যকার ভাবে মানুষকে বিভাজন করে ফেলেছে। কে কাকে নমিত করতে পারে তারই প্রতিযোগিতায় নেমেছে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষ।

মানুষ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। মানুষ একা বাস করতে পারে না। বর্তমান বিশ্বায়ন যুগে ও গ্লোবাল ভিলেজ সমাজ ব্যবস্থায় একা চলা যায় না। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একা পথ চলা অসম্ভব। স্বার্থপর মানুষগুলো এ অপ্রিয় সত্য কথাটা ভুলে গেছে মনে করি। তাই তো আজ সাধারণ মানুষ অন্যায্যতার স্বীকার হয়ে পদে পদে বঞ্চিত হচ্ছে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে। সংগত কারণেই সমাজ আজ সম্প্রীতির অভাব বোধ করছে। মানুষ এখন চরম অস্থিরতার ও অনিশ্চয়তার মধ্যদিয়ে জীবন যাপন করছে আর গভীর চিত্তে একটু শান্তি খুঁজছে। আগের মত এখন মানুষের মধ্যে উষ্ণতা নেই, আনন্দ নেই, নেই আন্তরিকতা এবং সাহায্য-সহযোগিতা বড্ড অভাব। আছে হিংসা-প্রতিহিংসা, অহমিকা ভাব, সম্পদ আহরণের প্রতিযোগিতা, হুমকি-ধুমকি। আর এর প্রভাবে মানুষ এখন জীবনের ঝুঁকিতে দিনযাপন করছে। মানুষ এখন ভালবাসাপূর্ণ সম্প্রীতির সমাজ গঠনের গভীর প্রত্যশায় দিনযাপন করছে।

বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সম্প্রীতির ভিত্তি: সম + প্রীতি =সম্প্রীতি। 'সম' অর্থ সমান, প্রীতি অর্থ প্রেম বা ভালবাসা ও বন্ধুত্ব। অর্থাৎ দু'য়ের মধ্যে সমান প্রীতি, প্রেম বা ভালবাসা ও বন্ধুত্ব। সম্প্রীতি বলতে প্রীতিময় বা প্রীতিকর পরিস্থিতি বুঝি অর্থাৎ যে সমাজে সকল মানুষ সহাবস্থানে বাস করে, একে অন্যের উপর শ্রদ্ধাশীল ও প্রীতি ভাজন। অন্যের প্রতি সহনশীল ও অহিংসা নীতিতে বিশ্বাস করে। অপরের সুখ-দুঃখে সহভাগী হয়। বিপদে সাড়া দেয়। এই অবস্থানই প্রতিটি মানুষের কাম্য। আর এটাই হল সম্প্রীতি। ধর্ম আমাদের সেই শিক্ষা ও প্রেরণা দেয়। পরম বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেছেন একে অন্যের কল্যাণ সাধন করতে। ধর্ম আমদের একে অন্যকে ভালবাসতে ও দায়িত্ব নিতে প্রেরণা দেয়। কিন্তু বাস্তবে তার বিপরীত চিত্র আমাদের সামনে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ধর্মের অমিয় বাণী যদি কানে না যায়, যদি তা হৃদয়োগম না হয় তাহলে কি করে তা বাস্তবায়িত হবে? অহেতু নীতি কথা বলা যাবে, কিন্তু মানব কল্যাণ হবে না যদি না সেই শিক্ষা মানব কল্যাণে ভূমিকা রাখে? মানুষ এখন কেমন যেন অসহনশীল হয়ে পরেছে। কোন কিছুই যেন সহ্য হচ্ছে না। এক অশান্ত ও অস্থির পরিস্থিতিতে এখন আমাদের দিন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। শান্তিপূর্ণ সমাজের শর্ত হল সম্প্রীতি। এর বিকল্প কোন রাস্তা আছে বলে আমার জানা নাই। যদিও সম্প্রীতি নামক শব্দটি এখন কারারুদ্ধ। তাকে কারামুক্ত করাই সম্প্রীতির সমাজ গঠন হবে আমাদের কাজ। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সকলের সাথে অর্থাৎ সমাজে যাদের সাথে যে পরিস্থিতিতে বসবাস করছি তাদের সাথে একসাথে পথ চলতে আমাদের আহ্বান জানান। একসাথে একমনে এক ধ্যানে স্ব স্ব ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে সমাজের রীতি নীতির ভিত্তিতে এক সাথে পথ চলাই হল প্রকৃত পক্ষে সম্প্রীতির দিকে অগ্রসর হওয়া।

সম্প্রীতি স্থাপনে সহনশীল মনোভাব: সম্প্রীতি সহনশীল, সমমনা ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব থেকেই সম্প্রীতি সৃষ্টি। মানুষ যখন সহনশীল হয় তখন সে ভালোবাসাপূর্ণ মানুষ হয়। তখন কোন ধর্মের বা বর্ণের তা ভাবনায় আসে না এক সাথে সকল কাজ করতে পারে। আর এভাবেই ভালোবাসার মানুষই ভাল বাসনার মানুষ রূপে রূপায়িত হয়। তখন সেই মানুষই পারে ভাই মানুষের দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনায় শরীক হতে। আর তখনই প্রীতিময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি মানুষ হয়ে উঠে আপন মানুষ। তখন আমরা উপলব্ধি করব শান্তি আর বিরাজ করবে প্রীতিময় পরিবেশ, থাকবে না হানাহানি, ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রভাব খাটানোর দাপট আর প্রয়োজন হবে না। সকলেই তাদের স্ব স্ব অবস্থানে থেকে একে অন্যকে ভাই-বোনের রূপে পরিগণিত হবে এবং ভাইয়ের প্রয়োজনে সাড়া দিবে। সহনশীল মনোভাবই সম্প্রীতি সহায়ক। অন্যকে সহ্য করা ধৈর্যের ব্যাপার। ধৈর্যশীলতা গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করতে যায়।

ধর্ম আমাদের সম্প্রীতির দিকে ধাবিত করে: প্রতিটি ধর্ম আমাদের সহনশীল, ধৈর্যশীল, ক্ষমাশীল, ত্যাগী ও শান্ত থাকার শিক্ষা ও প্রেরণা দেয়। সমাজে বাস করতে হলে ভুল হবে, অনেক সময় একজনের আচরণে অন্য মানুষের মনোকষ্টের কারণ হতে পারে, ব্যবহার মনোপূত না-ও হতে পারে। অনেক সময় বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে ব্যক্তির আচরণের তারতম্য হতে পারে, ব্যক্তির মনোভাবের কারণেও ব্যক্তির ব্যবহার অমার্জিত হতে পারে, আবার তার রোগ ও শারীরিক গঠনের কারণে অমার্জিত আচরণ প্রদর্শিত হতে পারে। পরিস্থিতি বিবেচনা না করেই যদি তাকে ভৎর্সনা বা তিরস্কার করা হয় বা তাকে নির্যাতন করা হয় তখনই শান্তি বিঘ্নিত হয়। সম্প্রীতি হয়ে যায় কারারুদ্ধ। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যখন আমাদের ভালোবাসার মন থাকে তখন ক্ষমা প্রদর্শন সহজ হয়ে যায়। তখন ভাই মানুষের দোষ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর ভুলটিও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা যায়। প্রতিহিংসা তার মনের মধ্যে জাগরিত হয় না। ভালোবাসার মানুষে দোষ খুঁজে পায় না এবং সর্বদা সকল মানুষের প্রতি তার মমত্ববোধ জাগরিত হয়। আর ভালোবাসার মানুষ হয়ে ভাই মানুষের জন্য ভাল ভাবনা করা যা সে তার ধর্মে ও কর্মে লালন করে। প্রতিটি ধর্ম আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়। তাই যিশু বলেন, *“পরস্পর ভালবাসার আশ্রয়ে থেকো” “প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাস” (মথি ২২:৩৯)*। প্রতিবেশী কে? তার উত্তরে যিশু দয়ালু সামারিয়র উদাহরণ আমাদের মাঝে তুলে ধরেন। তা হল প্রতিবেশী বলতে যখন যে আমার পাশে আছে। সে অন্য গোত্রের, জাতের, বর্ণের হলেও ঐ সময়ের জন্য সে আমার প্রতিবেশী অর্থাৎ সে আমার প্রিয় মানুষ, তার জন্য আমি দায়িত্ব প্রাপ্ত বা আহূত। পরিবারে যতক্ষণ থাকি তখন পরিবারের লোক, পাশের বাড়ির মানুষ যারা আছে, সমাজে যাদের সাথে বসবাস ও পথ চলছি তারাও আমাদের প্রতিবেশী। কোন বিভেদ ছাড়াই তাদের প্রয়োজনে সাড়া দেয়াই প্রতিবেশী প্রেম। যিশুর বাক্য আজ আমাদের মাঝে যথার্থ ভাবে প্রমাণিত। প্রতিবেশী প্রেমই সম্প্রীতির বহিঃপ্রকাশ। বাস্তবতার দৃষ্টিতে দেখব আমরা সংখ্যালঘু যারা আমাদের চার পাশে অন্য ধর্মের মানুষ বসবাস করছে, যাদের সাথে আমরা প্রতিনিয়ত পথ চলছি, তাদের সাথে মিলে মিশে থাকাটা খুবই জরুরী। তারা আমার প্রয়োজনে বা বিপদে এগিয়ে আসবে। কাজেই জীবনে ভাল থাকতে নিরাপদে থাকতে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্কের বিকল্প নাই। সুসম্পর্কই মানুষকে সুদর্শন দেয়। যাকে ভালোবাসি তার প্রতি দায়িত্ববোধ বেড়ে যায়। যখন ভাই মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল হই তখন তার সুখ-দুঃখ ও ভাল মন্দেরও শরীক হওয়া যায় আর তখন কোন ভেদাভেদ থাকে না, হিংসা-প্রতিহিংসা, অহংকার ও বঞ্চিত করার কোন মন-মানসিকতার উদ্ভব হয় না। একজন ঈশ্বরভীরু, সৃষ্টিকর্তা ভয় করা মানুষ কোনদিনও অন্যের ক্ষতি করতে পারে না। তার মনে সর্বদা জনমঙ্গলের সুর বাজে। নিজের ক্ষতি হবে কিন্তু অন্যের ক্ষতি হতে দেবে না। গত এক মাসে আগে একজন খ্রিস্টান মহিলা মৃত্যুবরণ করেন। তিনি থাকতেন এক মুসলিম পরিবেশে যেখানে তারা একমাত্র খ্রিস্টান পরিবার। ঐ মহিলাকে হাসপাতালে নেয়া, গির্জায় আনা, মৃতদেহ কবরস্থ করা, সকল কাজে খ্রিস্টান আত্মীয় স্বজনদের সাথে এক হয়ে সকলে কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখে আমি অভিভূত হলাম। যতই কাছ থেকে দেখতে থাকলাম, দেখলাম মুসলিম ভাই-বোনেরা নিজ পরিবারের মত মৃত ব্যক্তির সকল কাজে অংশ নিচ্ছে অতি আপনজন মনে করে। কেউ আমার শাশুড়ি, মা, দাদী, খালা, চাচি বলে কাঁদছে। আমরা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। আর বুঝতে ও শিখতে চেষ্টা করলাম এটাই সম্প্রীতিময় পরিবেশ। যে ব্যক্তি মারা গেছে তার ছেলে-মেয়ে, স্বামী ও আত্মীয় স্বজনের চেয়েও পরম আত্মীয় পরিচয় উপলব্ধি করেছি। ভাবছিলাম যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি কত ভালোবাসার মানুষ ছিলেন। মনে হল সম্প্রীতি সমাজ গঠন কোন কঠিন বিষয় নয়। একটু সৎ ইচ্ছা ও ভালোবাসাপূর্ণ মনের মানুষ হলেই সম্ভব।

আমরা খ্রিস্টীয় সমাজে কয়জনই বা মানুষ আছি? আমাদের প্রতিনিয়তই সমাজে বসবাসরত যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের সাথে পথ চলতে হয়। আমরা সকলের সাথে সুসম্পর্ক গড়েছি বিধায় আজ আমরা সকলের সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান করছি। আমরা তাদের ভাই-বোন ভাবছি তারাও আমাদের আপন বলে গ্রহণ করে নেয়। তারা আমাদের বিপদে এগিয়ে আসে। ইসলাম ধর্মে উল্লেখ আছে, বিজাতির মানুষের নিরাপত্তা বিধান করতে প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব। বিধর্মীদের প্রতি সহনশীল হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে, অহিংসা পরম ধর্ম। সকল মানুষের শান্তি কামনা করাই হল ধর্মের মূল মন্ত্র। সনাতন ধর্মে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ‘জীবে প্রেম করে যে জন, সে জন সেবীছে ঈশ্বর”। ইসলাম শব্দের অর্থ হল “ISLAM- I shall love all mankind- অর্থাৎ ইসলাম সকল মানুষকে ভালোবাসতে ও দায়িত্বশীল হতে আহ্বান করে। কাজেই প্রতিটি ধর্ম মানুষকে ভালোবাসতে ও দায়িত্ব গ্রহণের তাগিদ দেয়।

সংলাপ হল সম্পর্কে পূর্বশর্ত: সংলাপ হল পরস্পর পরস্পরের সাথে কথোপকথন। মানুষের সাথে সৃষ্টিকর্তার এবাদত বা প্রার্থনার মাধ্যম। মানুষের সাথে মানুষের প্রতিদিনের পরস্পরের প্রয়োজনে যে সকল কথাবার্তা সংগঠিত হয় এটাই সংলাপ। আমরা যখন পরিবারে থাকি তখন পরিবারের সদস্যদের সাথে আলাপচারিতা হয়। এইভাবে যখন আমরা বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন জনের সাথে, বিভিন্ন সমাজের ও বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে পরস্পর পরস্পরের সাথে আলোচনা, সমালোচনা ও পর্যালোচনা সংগঠিত হয়, এটাই হল সংলাপ। যখন এ আলোচনা নিজেদের মধ্যে ও নিজ সমাজে হয় তখন পর্যন্ত বলি সংলাপ। আলোচনার পরিধি যখন বৃহৎ পরিসরে অন্য মণ্ডলীর ভাই মানুষের সাথে হয় তখন আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপ এবং তা যখন অন্য ধর্মের মানুষের সাথে হয় তখনই হয় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ। যদি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সুসম্পর্ক না থাকে তবে সঠিক সংলাপ হবে না। আন্তরিক যোগাযোগই সংলাপের স্বার্থকতা। একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াই সংলাপের

পূর্ব শর্ত। যার সাথে সংলাপ হবে তাকে, তার সামাজিক অবস্থা ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেই হয় সংলাপ।

সম্প্রীতি স্থাপনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: সম্প্রীতিময় সমাজ গড়তে আন্তঃধর্মীয় সংলাপে ভূমিকা অপরিসীম। আমরা যে দেশে বাস করি সে দেশের নাম বাংলাদেশ এবং যে সমাজে বাস করি সে সমাজকে বাঙালি সমাজ বলি। যে ভাষায় কথা বলি তা হল বাংলা ভাষা। তবে এলাকা ভেদে ভাষার কিছুটা তারতম্য আছে বটে। থাকাটা স্বাভাবিক। মানুষ হিসাবে সাদা বা কাল হতে পারে কিন্তু রক্ত একই। সৃষ্টিকর্তা হলেন একজন তবে তাঁকে ডাকছি বিভিন্ন নামে। প্রার্থনা ও উপাসনা পদ্ধতি ভিন্ন। তাহলে ধর্মের মূল কথা প্রায় একই, তা হল সৃষ্টিকর্তা একজন। তবে কেন আমরা বিবাদে জড়িয়ে পড়ি? আমরা যদি যার যার ধর্মের মূল বাণী বা শিক্ষা ও অনুশাসন ধ্যান করে স্ব স্ব ধর্মের প্রবর্তককে অনুসরণ করতে পারি তখনই আমরা হয়ে উঠতে পারি সেই ধর্মের মানুষ। যেমন খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ যদি খ্রিস্ট যিশুর জীবন ধ্যান ও অনুসরণ করতে চেষ্টা করি। ইসলাম ধর্মের মানুষ যদি বিশ্ব নবী হযরত ম: জীবন অনুসারে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করি। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীগণ যদি গৌতম বুদ্ধের জীবন অনুসরণ করি। তেমনি ভাবে সনাতন ধর্মের অনুসারী যদি তার ধর্মীয় প্রবর্তক বা মনীষীদের জীবন ও ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করি তবে আমরা বলতে পারি আমরা সঠিক পথে আছি। প্রতিটি ধর্মের প্রবর্তকগণ/নবীগণ ও মনীষীগণ আমাদের সামনে উদাহরণ হয়ে আছেন। তাদের জীবদ্দশায় তারা সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন সকলের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন এবং সৃষ্টিকর্তার বন্দনা. আরাধনা করেছেন। সকল জাতির ধর্মের বর্ণের মানুষই ছিল তাদের ভাই- বোন। এই নীতি যদি আমরা অনুশীলন করতে পারি তাহলে সমাজে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। আমরা ধর্ম অনুশীলন করব মসজিদে, মন্দিরে, প্যাগোডায়, গির্জা ঘরে ও উপাসনালয়ে। আর সামাজিক প্রয়োজনীয় সকল কাজ করতে হবে একসাথে এবং একে অন্যের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এই মনোভাব সৃষ্টি হলেই আমরা বুঝতে পারব যে সম্প্রীতিময় সমাজে আমরা বসবাস করছি। এমনকি যিশু সর্বজনীন ভাবে সকল মানুষের মুক্তি সাধনে নিজ জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। পাপী মানুষের পাপ মুক্ত করার জন্য জীবন দিলেন। আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ করি বিধায় আমরা তাঁর শিষ্য, তাঁর গুণগ্রাহী ও অনুসারী। যিশু সর্বদায় সর্বজনীন ছিলেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করি বিধায় আমরা খ্রিস্টান। তেমনি খ্রিস্টানগণও সার্বজনীন। মহামান্য পুণ্যপিতা পোপ থেকে শুরু করে একটি ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণও সর্বজনীন। প্রতিটি কাথলিক খ্রিস্টভক্তগণও সর্বজনীন। যদি আমরা জনমঙ্গল বিষয়টি নিয়ে একমত হতে পারি, তাহলে আমাদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে কোন ভেদাভেদ সৃষ্টি হবে না। আমাদের কতিপয় মানুষের চিন্তা হল আমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম সঠিক নয় বা আমার ধর্ম বড়। অবশ্যই আমার ধর্ম আমার নিকট বড় তবে অন্য ধর্ম ছোট নয়। আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ অন্য ধর্ম ভাল না। এমন মনোভাব বা বিতর্ক থেকে বিরত থেকে শ্রদ্ধাশীল আচরণ করলে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। ধর্ম বিষয় বিতর্ক থেকে বিরত থাকতে পারলেই আমাদের সমাজে ধর্ম নিয়ে আর কোন বাড়াবাড়ি হবে না।

সংলাপের জন্য সহজ কিছু বার্তা আমাদের চিন্তায় বা বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন। এছাড়া অন্য ধর্ম বা মণ্ডলীর মানুষের সাথে সংলাপের সময় কতিপয় বিষয় সতর্ক থাকা আবশ্যক। মনে রাখা প্রয়োজন ধর্ম হল বিশ্বাসের ব্যাপার যা আমরা জীবনের সূচনা থেকে বংশানুক্রমে অনুশীলন করে আসছি। বিষয়টি আমাদের জীবনাচরণের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বিষয়টা খুবই স্পর্শকাতর। বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও ধর্মের প্রশ্নে অনেক হানাহানি হয়েছে। তাই সংবেদনশীল ও ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয়ে অনুশীলনের জন্য কিছু পরামর্শ,

▪ দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহ বিষয় নিয়ে প্রতিনিয়ত সংলাপ চলমান রাখা, তা চালিয়ে যেতে কোন বাধা নেই।

▪ নিজ ধর্মের শিক্ষা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করে, তবে সমাজে অন্য মণ্ডলীর তথা অন্য ধর্মের ভাই মানুষের সাথে সংলাপ করা বাঞ্চনীয়।

▪ ধর্ম নিয়ে কোন ধরনের বিতর্কে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। যা আমরা জানি না বা না জানার বিষয় নিয়ে নিজ ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করা থেকে বিরত থাকা।

▪ নিজ ধর্মকে অবশ্যই বড় ও সেরা ভাবা যাবে তবে অন্য ধর্মকে কোন কারণেও ছোট করে নয় বরং শ্রদ্ধাশীল মনোভাবী হয়ে। মনে রাখতে হবে যার যার ধর্ম তাদের নিকট শ্রেষ্ঠ ও বড়।

▪ অন্য ধর্মের মানুষ যখন প্রার্থনা/নামাজ পড়ে/পূজা দেয় তখন তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

▪ যে সমস্ত বিষয় স্পর্শকাতর তা আলোচনায় না আনা এবং তাতে অংশগ্রহণ না করা।

▪ ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত না করে আলোচনায় অংশগ্রহণ না করা।

▪ "অন্যের নিকট হতে তুমি যে ব্যবহার প্রত্যাশা কর তেমনি ব্যবহার তার প্রতি কর" *(লুক ৬:৩১)* এ নীতি অনুসরণ করা।

সম্প্রীতি সমাজ স্থাপনে করণীয়:

▪ ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক সৃষ্ট সকল মানুষ ভাই-বোন হিসেবে স্থান দেয়া।

▪ সকল সৃষ্টর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়িত্বশীল হওয়া।

▪ সকল মানুষ সমান। সকলের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টি ও মনোভাবী হওয়া।

▪ সকল ধর্ম সৃষ্টকর্তার প্রশংসা করে। সৃষ্টকর্তাকে সকলে সমীহ করে। তাঁর প্রতি প্রতিটি জানু প্রণতি হয়। আমার মধ্যেও সেই বিশ্বাস লালন করতে হবে।

▪ একদিন আমাদের জন্ম হয়েছে এবং কোন না কোন একদিন আমাকে এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে হবে। কাজেই যে সময় টুকু আমরা পাই সে টুকুর সঠিক ব্যবহার করে ভাল বা মঙ্গল কাজ করা।

▪ আমার কৃতকর্মের জন্য বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। হিংসা বা প্রতিহিংসা নয় কিন্তু ক্ষমা ও ভালোবাসাপূর্ণ মনোভাব ও কাজ দিয়ে উত্তর দেয়া।

▪ সমাজে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষগুলো যেন তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে জন্য ভূমিকা নেয়া। তাদের প্রাপ্য নিশ্চিত করতে আমরা দায়বদ্ধ মন থাকা।

উপসংহার: সম্প্রীতি প্রতিটি মানুষ প্রত্যাশা করে। কিন্তু বর্তমান স্বার্থপর জগতে সম্প্রীতি বজায় রাখা কঠিন। কতিপয় স্বার্থপর মানুষের আচরণের কারণে আজ সিংহভাগ মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। স্বার্থপর মানুষগুলো্কে পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজটার পরিবর্তন করা এখন সময়ের দাবি। কাজটি করা অতিব কঠিন। ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা ও বিভিন্ন হিতকর কাজে তাদের সম্পৃক্ত করা দরকার। এসকল স্বার্থপর মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করাসহ বিভিন্ন কৌশলে তাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন করা সম্ভব। অন্য সমাজের ও ধর্মের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে বসবাস করার মাধ্যমে সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা যেতে পারে। ৯

জেলেদের মাঝে সমবায় প্রতিষ্ঠায় ঈশ্বরের সেবক ফ্লাভিয়ান লাপ্লান্তে সিএসসি

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

ঈশ্বরের সেবক ব্রাদার ফ্লাভিয়ান লাপ্লান্তে সিএসসি ২৭ জুলাই ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কানাডাতে জন্মগ্রহণ করলেও যিশুর সেবার ডাকে সাড়া দিয়ে দিয়াং জেলে সমাজের মাঝে সেবা দিতে ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এই মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করার জন্য বহু কঠিন বাস্তবতা-সহ অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হয়েছে। তিনি জেলেদের এতই ভালোবেসেছেন যে, নিজেই দিয়াং-এর মাটিতে আজীবন রয়ে গেলেন। এই ঈশ্বরের সেবক; দিয়াংবাসীদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে জেলেবাসীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করে সমবায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি জেলেদের জন্য প্রায় তিন শতাধিক সমবায় প্রতিষ্ঠার তালিকা তাঁর হাতে ছিল।

ঈশ্বরের সেবক ফ্লাভিয়ান ছিলেন খুবই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, "সমবায় ছাড়া জেলে সমাজে সার্বিক উন্নয়ন কোনভাবে সম্ভব নয়।" তাঁর মতে জেলেদের উন্নয়ন, শিক্ষা বিস্তার ও নিজের অধিকারের কথা বলার সাহস, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা ইত্যাদির জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা অপরিহার্য।

ঈশ্বরের সেবক ফ্লাভিয়ান লাপ্লান্তে চট্টগ্রাম থেকে খুলনা পর্যন্ত হাজার হাজার মাইল পথ সাইকেলে, পায়ে ও নৌযানবাহনে পরিক্রম করে জেলেদের খোঁজ খরর নিয়েছেন। তিনি জেলেদের যে সকল সমাজ ভ্রমণ করেছেন, তাদের আধ্যাত্মিক পরামর্শ দান ও সমাজের উন্নয়নের জন্য সমবায় গঠনের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। জেলে সমাজ বিভিন্ন কারণে নির্যাতিত ছিল যেমন, মাছ ধরার মৌসুমে জাল ও নৌকা মেরামতের জন্য অধিক সুদে লোন গ্রহণ, কক্সবাজারের মৎস্য সমিতির সদস্য পদ না পাওয়ায় কারণে কম মূল্যে মাছ বিক্রয় করা, নিজেদের মধ্যে দলা-দলি সৃষ্টি হওয়ার, শিক্ষার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়া এবং সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার থেকে বঞ্চিত হওয়ার।

ব্রাদার ফ্লাভিয়ার জেলে সমাজের এই সকল সমস্যার ভবিষ্যতের ও তারা সমাধানের কথা চিন্তা করে সমবায় প্রতিষ্ঠা করার প্রতি অধিক মনোযাগী ছিলেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে উপকূল ও জলপথ ধরে প্রায় হাজারের অধিক জেলেদের কাছে যাওয়ার জন্য প্রায় চার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে একটি সম্মেলনে বক্তব্য দিয়ে বলেছিলেন, "আমি জেলেদের আহ্বান করছি; তারা যেন তাদের যৌথ কল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য সমিতি গড়ে তোলে। আমি তাদেরকে উৎসাহিত করি, তারা যেন ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান, নিজেদের জন্য যন্ত্রচালিত লঞ্চ কেনার জন্য তারা যেন যতদূর সম্ভব সঞ্চয় করে, তারা যেন সমবায় সমিতি সংগঠিত করে। যারা তাদের সম্পদ লুট করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে তারা যেন শক্ত পায়ে দাঁড়ায়, তারা যেন আত্মবিশ্বাসী হয়, তারা যেন পরস্পরকে সম্মান করে এবং তারা যেন গরিব ও এতিমদের প্রতি দয়ালু হয়। অবশেষে আমি পরামর্শ দেই তারা যেন উপার্জনের নতুন নতুন উপায় বিবেচনা করার জন্য কৃষিতে,কলকারখানায় ও কাঠের মিলে কর্মসংস্থান খুঁজে নেয়।" ঈশ্বর সেবক ব্রাদার ফ্লাভিয়ান লাপ্লান্তের জীবন পরিক্রমায় দেখা যায় যে, তিনি জেলেদের মধ্যে সমবায় প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছেন। তিনি জেলে ও দিয়াং-এর আশেপাশের তিন জন যুবককে জগত বিখ্যাত এন্টিগনিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্পমেয়াদী শিক্ষাক্রমে কোর্স করার জন্য কানাডাতে পাঠিয়েছিলেন, তারা হলেন যথা: আলবার্ট সাধান দাশ, মো: মাহাবুব এবং এ্যাডুয়ার্ড জলদাশ। সমবায় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাদারকে অনেক অনেক ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল।

দিয়াং-এর আশেপাশের জেলেদের "মনহরখাকি" সমবায়ের সদস্য হিসাবে তিনি যোগদান করেন। তিনি এ সমবায়ে সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন এবং পরে এর সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। ঈশ্বর সেবক ব্রাদার ফ্লাভিয়ান শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলার সমবায়সমূহের ফেডারেশনের মূখপত্র হিসাবে মৎস্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতেন। এই ঘটনা ছিল ব্রাদার ফ্লাভিয়ানের জীবনে ঐশ অনুগ্রহ বা আশীর্বাদ যা আমাদের আজও গর্বের বিষয়। জেলেরা আজও ব্রাদার ফ্লাভিয়ানের আন্তরিক চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল ভোগ করে যাচ্ছে। এছাড়াও তিনি একজন বিদেশী হয়েও আমাদের সমাজের জেলেদের জন্য সরাসরি অনেক অনুদান বা সাহায্য সহযোগিতা এনে জেলেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। জেলেরা ছিলো ব্রাদারের সন্তানতুল্য এবং প্রাণের মানুষ। তাদের দুঃখ, কষ্ট, বিভিন্ন নির্যাতনের প্রেক্ষাপট ব্রাদারের প্রার্থনা ও ধ্যানের মূল বিষয় ছিল এবং জেলেদের উন্নয়নের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

পরিশেষে গর্ব করে বলতে পারি যে ঈশ্বর সেবক ফ্লাভিয়ান লাপ্লান্তে সিএসসি'কে বলা হতো অত্র অঞ্চলের সাধারণ মানুষের "ভগবান"। তিনি শুধু জেলেদের মধ্যে নয় বরং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের জন্য কাজ করেছেন। ব্রাদার ছিলেন অনাথদের ও বিধবাদের পিতা, দরিদ্র ও অসহায়দের আশ্রয় স্থল এবং সকল জেলেদের বন্ধু। তিনি বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়েছেন জেলেদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য। জেলে সম্প্রদায় যাতে সামাজের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, কথা বলতে পারে, এবং শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে আসতে পারে তার জন্য তিনি সমবায়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। আজ তারই ফলশ্রুতিতে জেলে সম্প্রদায় সমাজের বিভিন্ন স্থানে, কর্মক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম। আমরা ঈশ্বর সেবক ফ্লাভিয়ান লাপ্লান্তে সিএসসি-এর জীবনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই এবং তিনি যেন অচিরেই সাধু শ্রেণিভূক্ত হতে পারেন তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: *ঈশ্বর সেবক ব্রাদার ফ্লাভিয়ান লাপ্লান্তে সিএসসি, লেখক: হেনরী বার্নার্ড সিএসসি, সম্পাদনায়: ব্রাদার হ্যারোল্ড বিজয় রড্রিক্স সিএসসি, পবিত্র ক্রুশ ভ্রাতৃ-সংঘ, সেন্ট যোসেফ প্রোভিন্স, ৯৭ আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা।*

খেলাধুলা হতে পারে পরিবার ও সমাজে সম্প্রীতির সেতুবন্ধন

নিকোলাস বিশ্বাস

খেলাধুলা যুগে যুগে মানুষের সবচেয়ে জনপ্রিয় বিনোদন মাধ্যম এবং সামাজিক সংযোগের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হয়েছে। খেলার মাঠের রোমাঞ্চ শুধুমাত্র শারীরিক সক্ষমতার প্রদর্শনী নয়, এটি মানব সম্পর্কের জটিল রসায়নকে সহজ উপায়ে মানুষের সামনে তুলে ধরে। খেলাধুলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর নিরপেক্ষতা - এটি ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা রাজনৈতিক বিশ্বাসের ধার ধারে না। বরং একটি দলের বিজয় বা একটি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ কোটি কোটি মানুষকে এক সুতোয় গেঁথে রাখতে পারে।

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এবং চার বছর পর পর এটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মাঝে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৪২ ও ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল ইতিহাসের ২৩তম আসর, যা ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত উত্তর আমেরিকার তিনটি দেশ - যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোতে যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারই প্রথমবারের মতো রেকর্ড ৪৮টি জাতীয় দল অংশ নিচ্ছে, যার ফলে ম্যাচের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সর্বমোট ১০৪টিতে। উত্তর আমেরিকার মোট ১৬টি দৃষ্টিনন্দন শহরে এই ম্যাচগুলো আয়োজন করা হচ্ছে। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচটি মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক এস্তাদিও অ্যাজটেকাতে অনুষ্ঠিত হয় এবং আগামী ১৯ জুলাই নিউইয়র্ক -এর নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে জমকালো ফাইনাল খেলার মধ্য দিয়ে এই বিশ্বমঞ্চের পর্দা নামবে।

বিশ্বকাপের এই জোয়ার বাংলাদেশেও আছড়ে পড়েছে। সম্প্রতি মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার ৭৮নং রামারপোল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তায় একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দৃশ্য ধরা পড়েছে, যা ফুটবলপ্রেমী বাংলাদেশের সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ। সেখানে দুটি বড় মাপের পতাকা - একটি ব্রাজিলের এবং অন্যটি আর্জেন্টিনার - পাশাপাশি টাঙানো হয়েছে। এই ছবি শুধুমাত্র দুটি ফুটবল দলের প্রতীক নয়, বরং এটি একটি গভীর সামাজিক বার্তা বহন করছে। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব কিভাবে এই ধরনের প্রতীকী সম্প্রীতি এবং সামগ্রিকভাবে খেলাধুলা পরিবার, সমাজ, ধর্ম এবং রাজনীতির মতো মৌলিক সামাজিক কাঠামোগুলোতে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে; পাশাপাশি এর বিপরীত পিঠের উগ্রতা কীভাবে সমাজকে ধ্বংস করে।

কালকিনির দৃশ্যপট এবং এর গুরুত্ব: মাদারীপুরের কালকিনিতে দেখা এই দৃশ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশে ফুটবল নিয়ে, বিশেষ করে ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাজ করে, তা অনেক সময় উগ্র রূপ ধারণ করে। বিশ্বকাপ মৌসুমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে চায়ের দোকান পর্যন্ত চলে তর্ক-বিতর্ক, যা কখনো কখনো ঝগড়া বা মারামারিতে রূপ নেয়। এই প্রেক্ষাপটে যখন কালকিনির রাস্তায় আড়াআড়িভাবে গাছের সঙ্গে উভয় দলের পতাকা পাশাপাশি টাঙানো হয়, তা একটি নীরব অথচ শক্তিশালী ঘোষণা: প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারে, কিন্তু তা যেন ঘৃণা বা বিভেদে পরিণত না হয়। এই পদক্ষেপটি প্রমাণ করে যে, স্থানীয় বাসিন্দারা বোঝেন- বড় উৎসব বা আনন্দ তখনই পূর্ণতা পায় যখন আমরা একে অপরের মত ও পছন্দকে সম্মান করি। ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা মানেই অন্য দলের সমর্থকদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া নয়। এই শান্ত সহাবস্থানের প্রতীক সামাজিক শান্তি ও সৌহার্দ্যের এক বিরল দৃষ্টান্ত।

দেলদুয়ারের সহিংসতা- ক্রীড়া সংস্কৃতির অন্ধকার দিক: কালকিনির সেই সম্প্রীতির ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়ে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে ফুটবল বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া সহিংসতা ক্রীড়া সংস্কৃতির এক অন্ধকার দিককে উন্মোচন করে। সেখানে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার সমর্থকদের মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটি চরম রূপ ধারণ করে। একপর্যায়ে লাঠিসোঁটা, রামদা এবং দা নিয়ে উন্মত্ত জনতা একটি টিনের বসত-বাড়িতে আক্রমণ চালায় এবং বেপরোয়াভাবে বাড়িটি ভাঙচুর করে। খেলার মতো একটি বিনোদনমূলক বিষয়কে কেন্দ্র করে কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা এমন ধ্বংসাত্মক ও হিংস্র তাণ্ডব কোনোভাবেই কাম্য নয়। এই ঘটনা কেবল একটি পরিবারের মাথা গোঁজার ঠাঁই কেড়ে নেয়নি, বরং স্থানীয়দের মনে গভীর আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

এই দুঃখজনক ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, খেলাধুলার প্রতি অতি-আবেগ যখন অন্ধত্বে রূপ নেয়, তখন তা সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে। যে দলগুলো হাজার মাইল দূরে খেলছে, যাদের অধিকাংশ খেলোয়াড় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব সম্পর্কেও অবগত নয়, তাদের জন্য নিজের প্রতিবেশি বা দেশের মানুষের ওপর চড়াও হওয়া অত্যন্ত হীন মানসিকতার পরিচয় দেয়। দেলদুয়ারের এই সংঘর্ষ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, খেলাধূলাকে উপভোগের অনুষঙ্গ হিসেবে না দেখে উগ্রতা ছড়ালে তা পরিবার ও সমাজকে কতটা বিপর্যস্ত করতে পারে। এলাকাবাসী ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত এই সংঘাতের সুষ্ঠু সমাধান ও জড়িতদের শাস্তি দাবি করছেন।

পরিবারে খেলাধুলার প্রভাব: পরিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম একক। খেলাধুলা পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি ম্যাচে যখন পুরো পরিবার একসাথে বসে খেলা দেখে, তখন তাদের মধ্যে একটি অভিন্ন আনন্দের উপলক্ষ তৈরি হয়। এটি প্রজন্ম ব্যবধান (Generation Gap) কমিয়ে আনতে সাহায্য করে। আমরা অনেক সময় দেখি, বাবা ব্রাজিল এবং ছেলে আর্জেন্টিনা সমর্থক। কালকিনির উদাহরণের মতো, পরিবারগুলো যদি শিখতে পারে যে, এই ভিন্নতা শুধুমাত্র একটি খেলা নিয়ে এবং এটি পারিবারিক ভালোবাসার উপরে স্থান পেতে পারে না, তবে পরিবারে শান্তি ও বোঝাপড়া বৃদ্ধি পায়। পারিবারিক আড্ডায় সুস্থ আলোচনা এবং সুস্থ কৌতুক পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি করে। এটি শিশুদেরকে শিক্ষা দেয় যে, জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অপর পক্ষের সাথে শত্রুতা করতে হবে। খেলাধুলার এই নিরপেক্ষ প্রকৃতি পরিবারগুলোকে সুস্থ মানসিকতা নিয়ে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

সমাজে খেলাধুলার প্রভাব: সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সৌহার্দ্য স্থাপনে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। একটি গ্রামে বা শহরে যখন স্থানীয় খেলাধুলার আয়োজন করা হয়, তখন তা সমগ্র সম্প্রদায়কে এক জায়গায় নিয়ে আসে। এটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা দলীয় কোন্দল ভুলে একটি সুস্থ বিনোদনের ক্ষেত্র তৈরি করে। কালকিনির ঘটনাটি সামাজিক সম্প্রীতির একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এটি প্রমাণ করে যে, সমাজকে বিভক্ত করার বদলে, একটি অভিন্ন সংস্কৃতি আমাদের একত্রিত করতে পারে। এই ধরনের প্রতীকী পদক্ষেপ সামাজিক অসহিষ্ণুতা কমাতে সাহায্য করে। মানুষ যখন দেখে যে তাদের গ্রামের রাস্তায় দুটি দলের পতাকা শান্তিতে পাশাপাশি অবস্থান করছে, তখন তাদের

মনেও এই বার্তা পৌঁছায় যে, ভিন্নমতের সাথে বসবাস করা সম্ভব। এটি সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ বিনোদন ও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। এই ধরনের পদক্ষেপ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ঐক্য জোরদার করে।

রাজনীতি এবং খেলাধুলা: রাজনীতি বা রাজনৈতিক দিক থেকে চিন্তা করলে, খেলাধুলা প্রায়শই কূটনীতির একটি অংশ হয়ে ওঠে। যেমন 'পিং-পং ডিপ্লোম্যাসি' বা ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ। কালকিনির এই দৃশ্য স্থানীয় রাজনীতিতে না হলেও, সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়। আমরা দেখি রাজনৈতিক কারণে মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি হয়। কিন্তু ফুটবল বিশ্বকাপ এমন একটি সময় যখন রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে মানুষ একটি অভিন্ন উদ্দেশ্যে বা একটি অভিন্ন আবেগে উদ্বুদ্ধ হয়। কালকিনির প্রতীকী সম্প্রীতি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও সহাবস্থান সম্ভব। যদি দুটি ভিন্ন দেশের সমর্থক (যাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরম) শান্তিতে থাকতে পারে, তবে কেন একই দেশের রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষেরা ভিন্নমত সত্ত্বেও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করতে পারবে না? এটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে উদারতা এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অভাব দূর করতে একটি উদাহরণ হিসেবে কাজ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, খেলাধূলা শুধুই একটি বিনোদন নয়, এটি একটি শক্তিশালী সামাজিক বার্তা বাহক। মাদারীপুরের কালকিনিতে পাশাপাশি টাঙানো ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার পতাকা শুধুই একটি বিশ্বকাপ মৌসুমে তৈরি হওয়া সাময়িক দৃশ্য নয়; এটি একটি উন্নত এবং শান্তিকামী মানসিকতার প্রতিচ্ছবি। অন্যদিকে, দেলদুয়ারের সহিংসতা আমাদের জন্য এক সতর্কবার্তা।

এই চিত্রগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ভিন্নতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবেই, কিন্তু দিনশেষে আমরা সবাই একটি মানব পরিবারের অংশ। এই প্রতীকী সম্প্রীতি যদি আমরা আমাদের পরিবার, সমাজ, ধর্ম এবং রাজনীতির মতো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি, তবে একটি শান্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। আমাদের সকলের উচিত কালকিনির এই উদাহরণ থেকে শিক্ষা নেওয়া, দেলদুয়ারের মতো উগ্রতা পরিহার করা এবং দৈনন্দিন জীবনে ভিন্নমতের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অভ্যাস গড়ে তোলা। খেলাধূলা হোক সম্প্রীতির প্রতীক, বিভেদের নয়। ৯

(১২ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

ঝ. দায়িত্ব-কর্তব্যে অনীহা

ঞ. মেনে নেওয়া ও মানিয়ে চলা প্রবণতা হ্রাস

ড্রপ-টেস্ট বা স্ক্রিনিংয়ের আগে করণীয়: যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে মাদক শনাক্তকরণ স্ক্রিনিং করা হয়, তবে সেটি অপমানের জন্য নয়, সহায়তার উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। ড্রাগ টেস্ট কখনোই অপমান বা শাস্তির উদ্দেশ্যে করা উচিত নয়। এটি হবে সহায়তা প্রদানের একটি প্রাথমিক ধাপ।

পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীকে বোঝাতে হবে যে, এই পরীক্ষা তাকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্য নয়, বরং তার স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য করা হচ্ছে। পরীক্ষার ফলাফল গোপন রাখতে হবে এবং তার মর্যাদা রক্ষা করতে করণীয়:

ক. শিক্ষার্থীর সম্মান ও গোপনীয়তা রক্ষা করা।

খ. তাকে ভয় না দেখিয়ে পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা।

গ. পরীক্ষার ফলাফলকে শাস্তির ভিত্তি না বানিয়ে চিকিৎসা ও কাউন্সেলিংয়ের সুযোগ তৈরি করা।

ঘ. প্রয়োজনে অভিভাবককে সংবেদনশীলভাবে সম্পৃক্ত করা।

কাউন্সেলিংয়ের সময় কীভাবে কথা বলা উচিত

একজন শিক্ষার্থীকে এভাবে বলা যেতে পারে–

"তুমি খারাপ মানুষ নও। অনেক সময় মানসিক চাপ, কষ্ট বা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে মানুষ মাদকের দিকে যায়। এটি এমন একটি সমস্যা, যেখান থেকে সহায়তা নিয়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব। আমরা তোমাকে বিচার করতে নয়, পাশে থাকতে চাই।"

এই ধরনের ভাষা শিক্ষার্থীর মধ্যে আস্থা তৈরি করে এবং সে নিজের সমস্যার কথা বলতে উৎসাহিত হয়।

শিক্ষকদের করণীয় বিষয়াদি: শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং তাদের আচরণগত পরিবর্তনের দিকে নজর রাখা। এছাড়া;

ক. শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

খ. নিয়মিত মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকবিরোধী সেশন পরিচালনা করা।

গ. ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষার্থীদের দ্রুত শনাক্ত করা।

ঘ. কাউন্সেলর ও পরিবারের সঙ্গে সমন্বয় করা।

ঙ. শাস্তির পরিবর্তে পুনর্বাসনমুখী সহায়তা নিশ্চিত করা।

অভিভাবকদের করণীয় বিষয়াদি:

অভিভাবকদের উচিত সন্তানের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলা, তার বন্ধু ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জানা এবং ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা। অতিরিক্ত শাসন, অপমান বা মারধর সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। এছাড়া:

ক. সন্তানের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা।

খ. অতিরিক্ত বকাঝকা বা অপমান না করা।

গ. তার বন্ধু ও দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে খোঁজ রাখা।

ঘ. মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করলে দ্রুত পরামর্শ নেওয়া।

ঙ. ভালোবাসা ও সমর্থনের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশের প্রতিটি স্কুল ও কলেজে মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদক প্রতিরোধ বিষয়ক কাউন্সেলিং কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, সচেতনতা কর্মসূচি, অভিভাবক সভা এবং প্রয়োজনে স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলে অনেক শিক্ষার্থীকে মাদকাসক্তি থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

মাদকের ফলে যেন একজন শিক্ষার্থী পিছিয়ে না পড়ে। শিক্ষার্থী মাদক গ্রহণ করলে তাকে অপরাধী হিসেবে নয়, বরং সহায়তার প্রয়োজন এমন একজন মানুষ হিসেবে দেখা উচিত। সহানুভূতি, বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন, মানসিক সহায়তা এবং পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে মাদকাসক্তির ঝুঁকি অনেকাংশে কমানো সম্ভব। একটি নিরাপদ, সহানুভূতিশীল ও সচেতন শিক্ষাব্যবস্থাই পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকের অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে। "পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়।" ৯

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীদের মাদকাসক্তি প্রতিরোধে মানসিক মূল্যায়ন ও কাউন্সেলিং

জেভিয়ার শিয়োন বল্লভ

বাংলাদেশে কিশোর ও তরুণদের মধ্যে মাদকের ব্যবহার একটি উদ্বেগজনক সামাজিক ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। এই সময়ে তারা কৌতূহল, বন্ধুবান্ধবের চাপ, পারিবারিক অশান্তি, হতাশা, উদ্বেগ কিংবা আত্মবিশ্বাসের অভাবের কারণে মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। তাই একজন শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র অপরাধী হিসেবে নয়, বরং একজন সহায়তার প্রয়োজন এমন ব্যক্তি হিসেবে দেখা জরুরি।

মাদকাসক্তি: অপরাধ নয়, একটি চিকিৎসাযোগ্য অবস্থা:

অনেকেই মনে করেন মাদক গ্রহণ মানেই চরিত্রহীনতা বা অপরাধ। বাস্তবে দীর্ঘমেয়াদি মাদক ব্যবহার মস্তিষ্ক ও আচরণে পরিবর্তন আনে এবং এটি একটি জটিল স্বাস্থ্যগত সমস্যা। একজন শিক্ষার্থী যদি মাদকে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাকে লজ্জা দেওয়া বা শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে তার মানসিক অবস্থা বোঝা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া অধিক কার্যকর।

কেন শিক্ষার্থীরা মাদক গ্রহণ করে?

ক. বন্ধুদের প্রভাব ও সামাজিক চাপ

খ. পারিবারিক অশান্তি বা অবহেলা

গ. পড়াশোনার চাপ ও পরীক্ষার উদ্বেগ

ঘ. প্রেমে ব্যর্থতা বা মানসিক আঘাত

ঙ. আত্মসম্মানবোধের অভাব

চ. কৌতূহল ও ভুল তথ্যের প্রভাব

ছ. বিষণ্ণতা, একাকীত্ব বা উদ্বেগ

জ. সুস্থ বিনোদনের অভাব

ঝ. পর্ণ আসক্তি

কিশোর বয়সে মাদক গ্রহণের ফলে কী ক্ষতি হয়?

মাদক মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ, শেখার ক্ষমতা, সৃজনশীল কাজের প্রতি অনাগ্রহ, মূল্যবোধ অবক্ষয়, আধ্যাত্মিকতা এবং সঠিক বিচারবোধকে দুর্বল করে দেয়। ফলে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

দীর্ঘদিন মাদক গ্রহণ করলে বয়স বাড়লেও মানসিক পরিপক্কতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ স্বাভাবিকভাবে এগোয় না। নতুন কিছু শেখার আগ্রহ কমে যায়, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দুর্বল হয় এবং সৃজনশীল চিন্তাশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে একজন কিশোরের ব্যক্তিত্ব গঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হয়।

মাদক ও মানসিক স্বাস্থ্য:

মাদক শুধু শরীরের ক্ষতি করে না; এটি মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে।

অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, একাকীত্ব, হীনম্মন্যতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণতা, ঘুমের সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশা দেখা দেয়। কিছু ক্ষেত্রে আত্মক্ষতি বা আত্মহত্যার চিন্তাও তৈরি হতে পারে।

মাদক গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক সময় বাস্তবতা উপলব্ধির সমস্যা, বিভ্রম, অকারণ ভয় কিংবা অস্বাভাবিক আচরণও দেখা দিতে পারে।

আচরণগত পরিবর্তন:

ক. মাদক গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।

খ. অল্পতেই রেগে যাওয়া

গ. অতিরিক্ত উত্তেজিত বা আক্রমণাত্মক আচরণ

ঘ. পরিবার ও শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার

ঙ. পড়াশোনায় অনাগ্রহ

চ. মিথ্যা বলা ও গোপনীয়তা বৃদ্ধি

ছ. পুরোনো বন্ধুদের ছেড়ে নতুন ঝুঁকিপূর্ণ বন্ধুত্ব তৈরি করা

জ. স্কুল বা কলেজে অনিয়মিত উপস্থিতি

ঝ. নিজের পরিচ্ছন্নতা ও দায়িত্ববোধের অবনতি

এসব পরিবর্তন অনেক সময় সাহায্যের জন্য নিরব সংকেত হতে পারে।

শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা মূল্যায়নের গুরুত্ব: কোনো শিক্ষার্থী মাদক গ্রহণ করছে কি না, তা বোঝার আগে তার মানসিক অবস্থা মূল্যায়ন করা জরুরি। কাউন্সেলর বা শিক্ষককে সহানুভূতির সঙ্গে তার আচরণ, আবেগ, চিন্তা ও সামাজিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

যেসব বিষয় মূল্যায়ন করা যেতে পারে:

ক. আচরণে হঠাৎ পরিবর্তন

খ. পড়াশোনায় আগ্রহ কমে যাওয়া

গ. পরিবার ও বন্ধুদের থেকে দূরে সরে যাওয়া

ঘ. অতিরিক্ত রাগ, হতাশা বা বিষণ্ণতা

ঙ. ঘুম ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন

চ. আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি

ছ. ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ বৃদ্ধি

জ. মিথ্যা বলার প্রবণতা বৃদ্ধি

(বাকি অংশ ১১ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

কিতুবীম

রঞ্জনা বিশ্বাস

বাংলাদেশে ধর্মসংক্রান্ত পদাবলী জনসমাজে যেমন গীত হতো, তেমনি প্রাচ্য ও নিকট প্রাচ্যের জনসমাজে গীত হতো নানারকম পদাবলী। বাইবেলের লেখকেরাও এরকম পদাবলী লিখতেন ও গাইতেন। পৃথিবীতে প্রাচীনতম যত সাহিত্য নিদর্শন পাওয়া যায় তার অধিকাংশই ধর্মসংক্রান্ত গান বা কবিতা। বাইবেলের কিতুবীম অংশের কবিতার পুস্তকগুলো হিব্রু ভাষায় রচিত প্রাচীন নিদর্শন। বাইবেলে এই রকম পাঁচটি কবিতার পুস্তক রয়েছে। এগুলো হলো যোব (Job), সামসঙ্গীত-মালা (Psalms), প্রবচনমালা (Proverbs), উপদেশক (Ecclesiastes) ও পরম গীত (Song of Solomon)। এই পাঁচটি পুস্তক বাইবেলে old testament-এর অংশ। এগুলোকে একত্রে কিতুবীম বলে। কিতুবীম শব্দটি হিব্রু শব্দ কিতুব থেকে এসেছে যার অর্থ হল বই বা পুস্তক আর কিতুবীম হল এর বহুবচন অর্থাৎ পুস্তকগুলো। হিব্রু বাইবেলে অর্থাৎ old testament এর 'কিতুবীম' অংশকে সালময় বা গীতসংহিতাও বলা হয়। কেননা ইহুদীদের বিভিন্ন পর্বের সময় এবং বিশেষ দিনে এই কবিতা বা গানগুলো গীত হত। খ্রিস্ট ধর্মের পটভূমি তৈরীতে হিব্রু ধর্মের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। সৃষ্টিতত্ব, ঈশ্বরের একাত্মা, সৃষ্টিকর্তা, পালন কর্তা, আইনপ্রণেতা ও পরম বিচারক হিসেবে ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কিত বাইবেলের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে হিব্রু ধর্মের প্রভাব। স্টুয়ার্ড সি. ইস্টন বলেন, Both Christianity and Islam have adopted a considerable portion of the Hebrew religions insights as their own. বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের কিতুবীমের যে দর্শন তা কিভাবে আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি দর্শনের জগতকে বুঝতে সাহায্য করে তা বুঝতে চাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রবচনমালা (Book of Proverbs) ও উপদেশক (Book of Ecclesiastes)-এ ইব্রীয়দের দর্শন চিন্তার প্রতিফলন রয়েছে। প্রবচনমালা পুস্তকে মানুষকে জ্ঞানবান হওয়ার ও ধার্মিক জীবন যাপন করার জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে। পুরো পুস্তকটির মূল বক্তব্য– বলা হয়েছে এই পুস্তকের প্রথম কবিতার ৭ নং পদে।

ঈশ্বর ভয় থেকেই শুরু হয় জ্ঞান

মূর্খরা জ্ঞান ও উপদেশ তুচ্ছ করে।

ইব্রীয়দের মৌলিক শিক্ষাগুলিও যেমন– জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা (৪: ১-১৯); সুশৃঙ্খল গৃহ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা (১: ৮-১৯), জ্ঞানপূর্ণ ব্যবহার, ইত্যাদি এই পুস্তকের অন্তর্গত। প্রবচনমালাকে তাই হিব্রুরা বলে মেশাল অর্থাৎ যা দিয়ে রাজত্ব করা বা শাসন করা যায়। এজন্য হিব্রুরা জ্ঞানের সাধনা করতে তাদের সন্তানদের উৎসাহ দেয়।

জ্ঞানীর সহচর হও, জ্ঞানী হবে;

যে হীন বুদ্ধির বন্ধু সে হতাশ হবে।

আবার-

জ্ঞানবানের শিক্ষা জীবনের উৎস

তা মৃত্যুর ফাঁদ চিনতে সাহায্য করে।

অথবা-

যে শাসন ভালবাসে সে জ্ঞান ভালবাসে

কিন্তু যে অনুযোগ ঘৃণা করে সে পশুর মত।

শুধু জ্ঞান আহরণে উৎসাহ প্রদানই নয় অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের কথাও বলা হয়েছে এ পুস্তকে।

একটি উপদেশে বলা হয়েছে–

দীনহীনকে যে পরিহাস করে, সে তার নির্মাতাকে অপমান করে;

পরের বিপদে যে আনন্দ পায়, সে অদণ্ডিত থাকবে না। *(প্রবচন ১৭: ৫)*

উপদেশকের একস্থানে বলা হয়েছে–

অর্থ যে ভালোবাসে, তার পক্ষে অর্থ কখনও যথেষ্ট হয় না;

বিলাসিতা যে ভালোবাসে,

তার অর্থলাভ হয় না। *(উপদেশক-৫: ৯)*

উপদেশকে ইব্রীয়দের দর্শন চিন্তার সবচেয়ে বেশি পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তক থেকে ইব্রীয় দর্শনের চারটি শাখা সম্পর্কে জানা যায়।

এগুলো হল ১. যান্ত্রিকবাদ, ২. অদৃষ্টবাদ, ৩. দুঃখবাদ বা হতাশাবাদ এবং ৪. মধ্যপন্থা।

যান্ত্রিকবাদঃ হিব্রু দর্শনে বিশ্ব হচ্ছে একটি যন্ত্রের মতো এই যন্ত্র নিজ বলয় চলছে তো চলছেই- কোন পরিবর্তন নেই। পৃথিবী একটি বৃত্তের চারিদিকে ঘুরছে, সূর্য উঠছে এবং ডুবছে। সূর্যের এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই, কোন নতুনত্বও নেই। পুস্তকের শুরুতেই রাজা সলোমন বলছেন, 'অসারের অসার, অসারের অসার! সবই অসার। সূর্যের নীচে তার পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়ে মানুষ যে সমস্ত পরিশ্রম করে, তাতে তার কি লাভ? এক প্রজন্ম যায়, আর এক প্রজন্ম আসে, কিন্তু পৃথিবী নিত্যস্থায়ী। সূর্যও ওঠে, আবার অস্ত যায়; তা তার সেই স্থানের দিকে দৌঁড়ে, যেখান থেকে আবার ওঠে। বাতাস দক্ষিণ দিকে বয়ে যায়, গিয়ে উত্তর দিকে ঘুরে আসে; তা ঘুরতে থাকে, ঘুরতে থাকে; বারবার নিজের চক্রপথে ফিরে আসে। সব কিছু ক্লান্তিজনক, এর কারণ ব্যাখ্যা করার সাধ্য কারো নেই' *(উপদেশক ১: ১-৬, ৮)*। যান্ত্রিকতাবাদ একঘেয়ে জীবনে নতুনত্বের কোন সাধ দিতে পারে না। মানুষের জীবনে তাই উৎফুল্ল হওয়ার মতো কিছুই থাকেনা, শেষ পর্যন্ত সে ক্লান্ত হয়,হতাশ হয়।

অদৃষ্টবাদঃ চিরকাল মানুষ তার ভাগ্যের উপর নির্ভর করে পথ চলে এসেছে। হিব্রুরাও এর ব্যতিক্রম নয়। সলোমন বলেন, "মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে; যেমন বেরিয়ে আসে, তেমনি উলঙ্গ হয়েই আবার চলে যায়; তার পরিশ্রমের কোন ফলও সে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে না। এও বিরাট অনিষ্ট যে, সে যেমন আসে আবার ঠিক সেইভাবে তাকে চলে যেতে হবে। বাতাসের জন্য পরিশ্রম করার পর তার হাতে কি লাভ থাকল? (উপদেশক ৫: ১৪-১৫)।

অন্যত্র তিনি বলেন, আমি সূর্যের নিচে এও লক্ষ্য করলামঃ দৌড় যে দ্রুতগামীদেরই হয়, এমন নয়; যুদ্ধও বীরদের নয়,

খাদ্যও প্রজ্ঞাবানদের নয়, ধনও কুটিলদের নয়,

অনুগ্রহ লাভও বুদ্ধিমানদের নয়, যেহেতু কাল ও দৈব সকলেরই প্রতি ঘটে। *(উপদেশক ৯: ১১)*

দুঃখবাদ বা হতাশাবাদঃ উপদেশকের আশাহীন নৈরাশ্য, জীবনের অসারতা ও হতাশা শান্তির অভাবের জন্য পুস্তকটি দুঃখবাদের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। 'প্রবচলমালায়' যখন জ্ঞানী হবার জন্য উৎসাহিত করা হয় তখন উপদেশকের হতাশারবাণী-

বেশি প্রজ্ঞায় বেশি উদ্বেগ হয়;

যে বিদ্যা বাড়ায়, সে দুঃখ বাড়ায়।

(উপদেশক ১: ১৮)

সন্দেহবাদের কারণে ইহুদীদের জীবনে নেমে আসে কঠিন হতাশা। পার্থিব জীবনের মূল্য তখন তাদের কাছে কিছুই নেই। অতিরিক্ত উচ্চাশা, অর্থাকাঙ্ক্ষা, লোভ, কামনা এবং পরিশ্রম মানুষকে বিভ্রান্ত করে। যদিও সলোমন বলেন-

(বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

খেলাধুলাঃ মঙ্গলবাণী প্রকাশের এক কার্যকর মাধ্যম

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

বাংলাদেশ মণ্ডলীর ইতিহাসে মঙ্গলবাণী প্রচারের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সমাজ উন্নয়ন এবং সংস্কৃতির কথা আমরা শুনে থাকি। কিন্তু এগুলো ব্যতিরেকেও একটি ক্ষেত্র আছে যা প্রায় সব বয়সের মানুষকে একত্রিত করে, ভাষা ও সংস্কৃতির সীমা অতিক্রম করে এবং হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলে। আর সেটি হলো খেলাধুলা। খেলাধুলা কেবল বিনোদন বা শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যম নয়; এটি মানুষের সার্বিক বিকাশ, সম্পর্ক গঠন এবং মঙ্গলসমাচার তুলে ধরার একটি শক্তিশালী ক্ষেত্র। আধুনিক বিশ্বে যেখানে যুবকেরা খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত, সেখানে কাথলিক মণ্ডলী খেলাধুলাকে মঙ্গলবাণী প্রচারের (New Evangelization) নতুন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে। মাঠে যেমন দলগত চেতনা, আত্মত্যাগ, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের শিক্ষা হয়, তেমনি খ্রিস্টীয় মূল্যবোধও জীবন্তভাবে প্রকাশ পায়। তাই খেলাধুলা মঙ্গলবাণী প্রকাশের এক কার্যকরী মাধ্যম হয়ে ওঠতে পারে। কেননা এখানে খেলোয়াড়েরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের বিশ্বাস প্রকাশ করে থাকে।

বাইবেলে খেলাধুলার শিক্ষা

বাইবেলে আধুনিক খেলাধুলার উল্লেখ না থাকলেও দৌড়, কুস্তি ও প্রতিযোগিতার উপমা বারবার এসেছে। করিন্থীয়দের কাছে সাধু পলের পত্রে উল্লেখ আছে, "তোমরা কি জানো না, দৌড় প্রতিযোগিতায় সবাই দৌড়ায়, কিন্তু পুরস্কার পায় একজন? এমনভাবে দৌড়াও যেন তোমরাই জয়ী হও।" *(১ করিন্থীয় ৯:২৪)* পরবর্তী পদে তিনি বলেন - "প্রত্যেক প্রতিযোগী আত্মসংযম অনুশীলন করে।" এখানে আত্মসংযম, অধ্যবসায় এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য ত্যাগ–এসবকে খ্রিস্টীয় জীবনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আবার তিমথির কাছে সাধু পলের ২য় পত্রের ৪:৭ পদে উল্লেখ আছে- "আমি সংগ্রাম করেছি, শুভ সংগ্রাম, শেষ করেছি নির্দিষ্ট দৌড়, রক্ষা করেছি বিশ্বাস।" অর্থাৎ খ্রিস্টীয় জীবনও এক ধরনের আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতা, যেখানে জয় মানে অন্যকে হারানো নয়; বরং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।

মাণ্ডলিক মণ্ডলীর দৃষ্টিতে খেলাধুলা

কাথলিক মণ্ডলী দীর্ঘদিন ধরেই খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরেছে। ভক্তজনগণ, পরিবার ও জীবন বিষয়ক ভাটিকানের মন্ত্রণালয় ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে "Giving the Best of Yourself: A Document on the Christian Perspective on Sport and the Human Person" একটি দলিল প্রকাশ করে, যেখানে বলা হয়েছে, খেলাধুলা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে মানবমর্যাদা, ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা, ন্যায্যতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং শান্তির সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। খেলাধুলা মানুষের সামগ্রিক বিকাশের একটি মাধ্যম এবং এটি খ্রিস্টীয় সাক্ষ্য প্রদানেরও সুযোগ সৃষ্টি করে। এই দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন খ্রিস্টান ক্রীড়াবিদ কেবল প্রতিযোগী নন; তিনি একজন সাক্ষ্যদাতা। তাঁর আচরণ, সততা, বিনয়, প্রতিপক্ষের প্রতি

সম্মান এবং জয়-পরাজয় গ্রহণের মানসিকতা সুসমাচারের জীবন্ত ভাষ্য হয়ে উঠতে পারে।

সাধু পোপ ২য় জন পল খেলাধুলাকে "মানবিক ও খ্রিস্টীয় গুণাবলীর বিদ্যালয়" বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে, খেলাধূলা মানুষের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ, ত্যাগ, অধ্যবসায়, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্মান গড়ে তোলে।

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট বলেন, খেলাধুলা মানুষের শরীর ও আত্মার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে এবং সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

পোপ ফ্রান্সিস বারবার বলেছেন, খেলাধুলা দেয়াল নয়, সেতু নির্মাণ করে। এটি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে এবং মানুষকে একে অপরের প্রতি সম্মান ও সহযোগিতার শিক্ষা দেয়। তাঁর ভাষায়, প্রকৃত খেলোয়াড় কেবল জয়ের জন্য নয়, বরং মানুষের কল্যাণ ও ভ্রাতৃত্বের জন্যও খেলেন।

পোপ চতুর্দশ লিও খেলাধুলাকে শুধু শরীরচর্চা বা প্রতিযোগিতা হিসেবে দেখেন না; তিনি এটিকে মানবিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, প্রতিটি উত্তম মানবিক কাজের মধ্যেই ঈশ্বরের অসীম সৌন্দর্যের প্রতিফলন দেখা যায়, আর খেলাধুলা তার অন্যতম। খেলাধুলা মানুষকে ঈশ্বর ও পরস্পরের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়তে সাহায্য করে। এটি পুনর্মিলন ও সাক্ষাতের একটি মাধ্যম"। তাই সকলকে মনে রাখতে হয়, খেলাধুলা মানুষকে পরাজয় মেনে নিতে শেখায়। হার, সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার মধ্য দিয়েই মানুষ বিনয়, ধৈর্য ও নতুন আশার সন্ধান পায়। প্রকৃত বিজয়ী সেই, যে পড়ে গিয়েও আবার উঠে দাঁড়ায়। কেননা কেউ জন্মগতভাবে চ্যাম্পিয়ন নয়, কেউ জন্মগতভাবে সাধুও নয়। খেলোয়াড় শুধু নিজের জন্য নয়; দল, প্রশিক্ষক, পরিবার, সমর্থক এবং এমনকি প্রতিপক্ষের প্রতিও দায়বদ্ধ। খেলাধুলা নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার শিক্ষা দেয়।

বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীতে খেলাধুলার ঐতিহ্য

বাংলাদেশের কাথলিক ধর্মপল্লীসমূহ ও মিশনকেন্দ্রগুলোতে খেলাধুলার একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। বিশেষ করে ফুটবল খেলার ঐতিহ্য। বড়দিন, ইস্টার, প্রতিপালক সাধু/সাধ্বীর পর্বদিবসে কিংবা যুবসমাবেশ উপলক্ষে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবলসহ বিভিন্ন খেলার আয়োজন দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে। আসলে বাস্কেটবল, হ্যাণ্ডবল, রাগ্‌বিসহ বিভিন্ন খেলাতো মিশনারীদের হাত ধরেই বাংলাদেশে পরিচিতি লাভ করেছে।

একসময় বিভিন্ন ধর্মপল্লী ও মিশনকেন্দ্রের ফুটবল প্রতিযোগিতা ছিল পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম। খেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রামের কিশোর-যুবকেরা একত্রিত হতো। দিনের শুরু হতো

প্রার্থনার মাধ্যমে এবং খেলা শেষে একসঙ্গে মিলনমেলা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় হতো। প্রায় প্রতিটি ধর্মপল্লীতেই প্রাইমারী স্কুল, ডিসপেন্সারী ও খেলার মাঠ থাকতো। শিক্ষা, চিকিৎসা ও নির্মল চিত্ত-বিনোদনের এক মিলনক্ষেত্র ছিল ধর্মপল্লীর চত্বর। বিভিন্ন বাস্তবতার কারণে অনেক ধর্মপল্লীতেই মাঠ মিশন চত্বরে নেই বা থাকলেও খেলাধুলার জন্য উন্মুক্ত নয়। যুবকেরাও যেনো উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু এই ডিজিটাল যুগেও ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা আয়োজন করলে হাজার মানুষের মিলন ঘটে। এ মানুষেরা যে শুধু খ্রিস্টবিশ্বাসী তাই নয়; অন্যধর্মের লোকেরাও তাতে অংশগ্রহণ করে আনন্দ পায় ও মিলন-ভ্রাতৃত্বের আবহ সৃষ্টি করে। একসময় ভাওয়াল ও আঠারোগ্রামের যুবকদের উদ্যোগে ও আয়োজনে ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতায় মানুষের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো ছিল। বর্তমান সময়ের যুবকেরা আরও বেশি স্মার্ট ও সাংগঠনিক। তারপরও তারা নিয়মিতভাবে এই উত্তম কর্মকে সম্পন্ন করতে পারছেনা। সুষ্ঠু, সুন্দর ও শৃঙ্খলার সাথে তা আয়োজন করতে পারার মধ্যেও আমরা আমাদের ভ্রাতৃত্ব, একতা ও সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিতে পারি।

এখনও বাংলাদেশের বহু ধর্মপল্লীতে খেলাধুলা যুবসমাজকে মাদক, সহিংসতা ও নেতিবাচক প্রভাব থেকে দূরে রেখে ইতিবাচক জীবনের দিকে পরিচালিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

মঙ্গলবাণী প্রচারে খেলাধুলা

খেলাধুলা এমন এক ভাষা যা ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিগত সীমারেখা অতিক্রম করে মানুষকে একত্রিত করে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সুসমাচারের মূল্যবোধ সহজেই মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়া যায়।

১. প্রার্থনার মাধ্যমে সূচনা

আমি আমার ছোটবেলায় দেখেছি, মিশন বা গ্রামের ছেলেরা প্রতিযোগিতার আগে গ্রামের মুরুব্বীদের আশীর্বাদ গ্রহণ করতো এবং একসাথে প্রার্থনা করতো। তেমনি ম্যাচ শুরুর আগে দুই দল একসঙ্গে প্রার্থনা করে, তখন তারা স্বীকার করে যে সব প্রতিভা ঈশ্বরের দান। এটি বিশ্বাসের প্রকাশ এবং ঈশ্বরের উপস্থিতির সাক্ষ্য। বিশ্বকাপের মতো বড় প্রতিযোগিতায়ও দেখেছি, অনেক বড় বড় তারকা খেলোয়াড়ও ক্রুশ চিহ্ন বা ধর্মীয় প্রতিকৃতিতে সম্মান দেখিয়ে মাঠে নামেন।

২. ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য গড়ে তোলে

একই মাঠে বিভিন্ন গ্রাম, জাতিগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হয়। প্রতিযোগিতা থাকলেও সম্পর্কের ভিত্তি হয়ে ওঠে বন্ধুত্ব ও সম্মান। একজন আরেকজনের দুর্বলতা ও সক্ষমতা উভয়ই গ্রহণ করে, স্বীকৃতি দেয় ও সমর্থন করে। এটি যেনো যিশুর সেই আহ্বানের প্রতিফলন– "তোমরা একে অপরকে ভালোবাসো।"

৩. নেতৃত্বের বিকাশ

একজন অধিনায়ক শেখেন কীভাবে দলকে একত্রে নিয়ে চলতে হয়, অন্যদের কথা শুনতে হয়, সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং সংকট মোকাবিলা করতে হয়। এসব গুণ পরবর্তীতে মণ্ডলী ও সমাজের নেতৃত্বেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪. সমস্যা সমাধান ও সংলাপের শিক্ষা

খেলার মাঠে মতবিরোধ, ভুল সিদ্ধান্ত বা উত্তেজনা তৈরি হতে পারে। কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে সমাধান, নিয়ম মেনে চলা এবং ক্ষমা করার মানসিকতা খ্রিস্টীয় জীবনেরই অংশ। খেলায় কখনো কখনো দেখা যায় একজন খেলোয়াড় রাগের মাথায় অন্য খেলোয়াড় বা পরিচালকের সাথে বাজে আচরণ করে। সাথে সাথেই কোনো সিনিয়র খেলোয়াড় বা অধিনায়ক এসে সমস্যা সমাধান করার জন্য চেষ্টা করে। বিশ্বকাপ ফুটবলেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি।

৫. পরস্পরের প্রতি সম্মান

প্রতিপক্ষকে সম্মান করা, রেফারির সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া এবং নিয়ম মেনে খেলা মানুষের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা শেখায়। এটি খ্রিস্টীয় নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ। এর মাধ্যমে শ্রদ্ধার সংস্কৃতির চর্চা করা সম্ভব হয়।

৬. অন্যকে আনন্দ দেওয়া

একটি সুন্দর ম্যাচ কেবল বিজয়ীদের নয়, দর্শকদেরও আনন্দ দেয়। খ্রিস্টান জীবনও এমনই নিজের জীবন দিয়ে অন্যের মাঝে আনন্দ ও আশার বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

৭. বিশ্বাস প্রকাশের সুযোগ

খেলার বিরতিতে, পুরস্কার বিতরণে কিংবা সমাপনী অনুষ্ঠানে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ, বাইবেলের বাণী বা সংক্ষিপ্ত সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। অনেক সময় বন্ধুত্বের মাধ্যমে মানুষ প্রথমবারের মতো মণ্ডলীর সঙ্গে পরিচিত হয় অনেকে।

খেলাধুলা: নতুন মিশন ক্ষেত্র

অতীতের মতো বর্তমানেও যুবসমাজের কাছে পৌঁছাতে খেলাধুলা একটি অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যম হতে পারে। প্রতিটি ধর্মপল্লী বা মিশনকেন্দ্র যদি নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এবং তার সঙ্গে প্রার্থনা, বাইবেল সহভাগিতা, নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ ও সামাজিক সেবামূলক কর্মসূচি যুক্ত করে, তাহলে খেলাধুলা সত্যিকার অর্থেই মঙ্গলবাণী প্রচারের শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠবে। খেলাধুলার মাধ্যমে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব অনেক সময় আমাদের বিশ্বাসের দরজা উন্মুক্ত করে, যেখানে আনুষ্ঠানিক ধর্মশিক্ষা পৌঁছাতে পারে না।

আজকে করণীয়

বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মপল্লী ও মিশনকেন্দ্র যদি খেলাধুলাকে একটি পরিকল্পিত পালকীয় কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করে, তবে এটি মঙ্গলবাণী প্রচারের নতুন একটি শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে। কিছু উদ্যোগ হতে পারে–

- বার্ষিক আন্তঃমিশন ফুটবল ও ক্রিকেট লীগ
- খেলার আগে ও পরে প্রার্থনা
- "ফেয়ার প্লে" পুরস্কার
- বাইবেলভিত্তিক নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ
- ক্রীড়াবিদদের জন্য আধ্যাত্মিক নির্জনধ্যান ও সম্বর্ধনা দান
- আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ক্রীড়া উৎসব
- নারী ও কিশোরীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- পরিবেশ সুরক্ষার বার্তাসহ ক্রীড়া আয়োজন
- প্রতিবন্ধী শিশু ও তরুণদের অন্তর্ভুক্ত করে বিশেষ ক্রীড়া কর্মসূচি

এসব উদ্যোগ খেলাধুলাকে কেবল প্রতিযোগিতা নয়, একটি প্রেরণকর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

উপসংহার

যিশু খ্রিস্ট মানুষের কাছে পৌঁছাতে তাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। আজকের যুগে খেলাধুলা সেই ভাষাগুলোর একটি। একটি ফুটবল মাঠ, একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বা একটি গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবও সুসমাচারের ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানের বাংলাদেশে খেলাধুলাকে যদি আমরা কেবল বিনোদন হিসেবে না দেখে বিশ্বাস গঠন, চরিত্র নির্মাণ এবং সুসমাচার প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি, তবে প্রেরণকর্মের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। মাঠে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব, প্রার্থনায় শুরু হওয়া প্রতিযোগিতা, ন্যায্যতার চর্চা, পরস্পরের প্রতি সম্মান এবং আনন্দ সহভাগিতা–এসবই খ্রিস্টের প্রেমের বাস্তব প্রকাশ। তাই বলা যায়, খেলাধুলার মাঠও এক অর্থে একটি "প্রেরণ ক্ষেত্র", যেখানে বলের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে পারে খ্রিস্টের শান্তি, ভালোবাসা ও আশার সুসংবাদ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। মঙ্গলবার্তা

২। https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-06/pope-leo-on-jubilee-of-sport-no-one-is-born-a-champion-or-saint.html?utm_source=chatgpt.com

অন্তরা

ক্ষুদীরাম দাস

গ্যাসের চুলোয় রান্না বসাতে গিয়ে অন্তরা দেখলে কৌটাতে মরিচ নেই। কৌটাতে ধুয়ে দিলেও তরকারিতে মরিচের স্বাদ পূরণ হবে না। তাই ভাবলো, পাশের ফ্ল্যাটের ভাবির কাছ থেকে একটু মরিচের গুঁড়ো ধার চাইলে কেমন হবে। কিন্তু এ ধরনের অভ্যাস অন্তরার ছিলো না। এখন হঠাৎ করে ধার চাইতে যাওয়াটা রীতিমতো অভদ্রতার পর্যায়ে পড়ে। তাছাড়া পস্টেজের বারোটা বেজে যাবে। অপরদিকে রানা ঘরে আসলে বিষয়টাকে মোটেও ভালো চোখে দেখবে না। কিন্তু সেটা না করে যে রান্না করতেও পারবে না।

অন্তরা ভাবলো, থাক, আনবার দরকার নেই। যা আছে তাতেই চলে যাবে। আবার চিন্তা করলো নিয়েই আসি। তাতে আর যাই হোক না কেনো? তাছাড়া একটু আধটু তো ঐ ভাবীর সাথে উঠতে বসতে কথা হয়ই। সুতরাং নতুন বলে কিছু নেই। অন্তত বলার পদ্ধতিটা যদি একটু কায়দা করে বলা যায়, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। সব ভাবতে ভাবতে অবশেষে বাধ্য হলো পাশের ফ্ল্যাটের দিকে যাচ্ছিলো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে টোকা দিতেই অর্পনা ভাবী দরজা খুলে দিলেন।

অর্পনা দেখেই হতবাক হয়ে গেলো। বললো, আরে, কী আশ্চর্য, হঠাৎ করে কী মনে করে আসলেন?

অন্তরা, কেনো ভাবী। আপনারা আমাদের প্রতিবেশি। আমরা কী আপনাদের কাছে আসতে পারি না?

অর্পনা, কেনো নয়? আসুন, ভেতরে আসুন, বসুন।

দু'জনে সোফায় বসতে বসতে অন্তরা বললো, ভাবী শোনেন, আমি একটু সমস্যায় পরেছি।

অর্পনা: কী ধরনের সমস্যা?

অন্তরা: আমার একটুও মরিচের গুঁড়ো নেই। বাজার থেকে আনতেও ভুলে গেছি।

অর্পনা: ও এই কথা। কোনো সমস্যা নেই। আমার রান্নাঘরে ঢুকে আপনার যা ইচ্ছা নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই।

অন্তরা: ঠিক আছে ভাবী, অনেক ধন্যবাদ।

অর্পনা: যেহেতু প্রতিবেশি আমরা, সুতরাং পর মনে করবেন না একটুও।

অন্তরা: ধন্যবাদ, আপনার কথা শুনতে ভালোই লাগলো?

অর্পনা: যাবার সমস্যা, মাংসের তরকারি নিয়ে যাবেন। আপনারা দু'জন খেয়ে আমাকে বলবেন, আমার রান্না কেমন হয়েছে।

অন্তরা: আচ্ছা, ঠিক আছে ভাবী।

অন্তরা রান্নাঘরে ঢুকে মরিচের গুঁড়ো আর একটা বাটিতে করে মাংস নিলো।

দুপুরের দিকে রানা এসে ঘরে ঢুকলো। আজ তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে, সেটা তার হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে। অন্তরা এগিয়ে এসে বললো, তুমি মনে হয় ক্লান্ত। তাড়াতাড়ি গোসল করে খেয়ে নাও। একটু বিশ্রামের দরকার আছে। তারপর রানা গোসল করে, দু'জনে একসাথে খেতে বসলো।

রানা আগবাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার অনেক কষ্ট হচ্ছে তাই না?

অন্তরা: কেমন কষ্ট?

রানা: এই যে, আমার সংসারে এসে এতো অভাব অনটন?

অন্তরা: মোটেও না।

রানা: তুমি কিন্তু মিথ্যা বলছো।

অন্তরা: মানিয়ে নিয়েছি।

রানা : কী রকম সেটা?

অন্তরা: মেয়েদের সবসময় নতুন পরিবেশে মেনে নিতে হয়। বাবার বাড়িতে এক রকম জীবন। ঠিক একই জীবন স্বামীর বাড়িতে এসে পাওয়া যায় না। নতুন নতুন মানুষ, নতুন মানসিকতার মানুষ। অপরিচিত মানুষরা ধীরে ধীরে কাছের হতে শুরু করে। তাদের সাথে নতুনভাবে চলা শুরু করতে হয়। এটা স্বাভাবিক। হয়তো, আমার বাবার বাড়িতে সামর্থ অনেক ছিলো; কিন্তু সেটা এক জীবন। এখন আমি স্বামীর বাড়িতে এসেছি। এখানে তো আর সে রকম অভ্যাস চলবে না। নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

রানা: হুম! তুমি বেশ গুছিয়ে কথা বলেছো। তবুও আমার কষ্ট হয় তোমার জন্যে। তুমি তোমার বাবার বাড়িতে যেভাবে আরামে ছিলে সেভাবে আমি কিন্তু তোমাকে রাখতে পারছি না। তোমার অনেক কষ্ট হচ্ছে, সেটা আমি বুঝতে পারছি। তোমার হাতে কোনো টাকা পয়সা দিতে পারি না। সেই ক্ষমতা আমার নেই।

অন্তরা: এসব কথা থাক। আমি সবকিছু সইয়ে নিয়েছে। শুধু তোমার জন্যে, কারণ তুমি তো ভালো মানুষ। জীবনের জন্যে টাকা পয়সা দরকার আছে, সেটাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তুমি সৎভাবে জীবনযাপন করছো, সেটা আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া।

রানা: অভাব যদি আরো বেড়ে যায় তখন জানালা দিয়ে ভালোবাসা পালাবে নাতো?

অন্তরা: আমি তো জানালা বন্ধ করেই রেখেছি। সুতরাং ভালোবাসা পালাবে কোথ য়ায়?

এভাবে এক বছর পার হয়ে গেলো।

রানা অনেকটা ভেবে চিন্তে অন্তরাকে বললো: তোমাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করছে।

অন্তরা: বল তুমি।

রানা: আমাদের এতো অভাব। আমরা তো নিজেরাই ভালোভাবে চলতে পারছি না। সেখানে আমরা কীভাবে আরেকজনকে আশা করতে পারি?

অন্তরা: তোমার কথার কোনো অর্থ বুঝতে পারছি না।

রানা: বলছি, আমাদের অভাবের কথা। আমরা তো নিজেরাই বাঁচতে পারছি না। ভালো শাড়ি কাপড় তোমাকে দিতে পারছি না। আর আমি নিজেও কোনো ভালো শার্ট প্যান্ট পরতে পারি না। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তিকে আমরা কীভাবে রাখবো?

অন্তরা: ও বুঝতে পেরেছি। সন্তানের কথা চিন্তা করছো তো! সেটা আমিও চিন্তা করছিলাম। অবশ্য আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়। কিন্তু আমাদের অভাব আমাদের তাড়িত করছে। তাই আপাতত দারিদ্রের কথা ভেবে ঐ চিন্তা আমরা মোটেও করতে পারছি না। সংসারের অভাবের কথা নিকট আত্মীয় ছাড়া কাউকে বলা উচিত নয়। তাই কাউকে বলতেও পারছি না। আমাদের সাহায্য করবে সে রকম কোনো মানুষই আমি দেখছি না।

রানা: তুমি আমার জন্যে, আর আমি তোমার জন্যে আছি। সাহায্য করবার জন্যে আর কাকেই আমরা আশা করতে পারি। তবে আমাদের প্রতিবেশিরাই আমাদের আপনজন। তাদের সুসম্পর্ক রাখাই যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশি কিছু আমাদের চিন্তা করার দরকার নেই।

অন্তরা: তুমি ঠিকই বলেছো।

রানা: দেখছো, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে।

অন্তরা ঃ চলতো আমরা দু'জন গিয়ে ভিজি। আমার খুব ইচ্ছা করছে বৃষ্টিতে ভিজতে।

ওরা দু'জনে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে এক ছাতার

নিচে আশ্রয় নিয়ে পাশাপাশি দু'জন হাঁটতে থাকে। রানা ছাতাটা বাম হাতে মেলে ধরে। মাঝে মাঝে হালকা বাতাসে ছাতাটা হেলে পরতে চায়। রানা একটু শক্ত করে সেটাকে ম্যানেজ করে। ছাতার সামনের দিকে একটু ফুটা রয়েছে। সেই ফুটা দিয়ে একটু একটু বৃষ্টির পানি পরে। বৃষ্টির পানি পরা দেখে পরস্পরের দিকে তাকায়। রানা ছাতাটা ঘুরিয়ে ফুটাটা পেছনের দিকে দেয়। তাতে বৃষ্টির পানি পেছনে গিয়ে পড়ে। তাদের গায়ে আর পরে না। অন্তরা ডান হাতে রানার বাম হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে।

অর্পনা ভাবি দূর থেকে দেখে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে, আমাদের একটা ছাতা নিলেই তো সমাধান হয়ে যায়।

রানা দূর থেকে চিৎকার করে উত্তর দেয় , ধন্যবাদ। সেটার দরকার হবে না। আমরা ম্যানেজ করে নেবো।

অন্তরা, আমাদের সংসারটা এভাবেই আমরা চালিয়ে নিতে পারি না।

রানা ঃ অবশ্যই। বাতাস আসলে ছাতাটা যেমন একটু শক্ত করে ধরে ম্যানেজ করবো; তেমনি সংসারে বাতাস আসলেও একটু শক্ত করে সমাধান করবো। ছাতার সামনের ফুটা দিয়ে পানি পরলে যেমন ছাতাকে ঘুরিয়ে পেছনে ফুটা দিলাম; তেমনি ছোট ছোট দুঃখ আর ঝামেলাগুলোকে পেছনে ঘুরিয়ে দেবো।

অন্তরা: আর আমি তোমার হাতটা যেভাবে ধরেছি--

রানা: হুম! ঠিক সেভাবে তুমি আমার হাতটা শক্ত করে ধরবে। তাতে আমিও শক্তি পাবো, আর--

অন্তরা : আর আমিও তোমার ভরসায়, নির্ভরতায়, সাহসে এগিয়ে যাবো।

রানা ঃ আর কেউ দূর থেকে চিৎকার দিয়ে কিছু ----

অন্তরা: যদি সে রকম হয়, তাহলে নিজের যা আছে তাতেই আমরা নির্ভর করে সমঝোতায় নিজের যা আছে, তাতে সন্তুষ্ট থেকে আনন্দে দু'জন সংসারটা চালিয়ে নেবো।

রানা অন্তরার কথায় সাহস খুঁজে পায়। অন্তরা একটি গাছের ডালের দিকে তাকিয়ে দেখে, সেখানে দু'টি পাখি এতো বৃষ্টির মধ্যেও চুপচাপ জড়োসড়ো হয়ে পাশাপাশি বসে আছে। অন্তরা বাম হাতটা উঁচু করে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে রানাকে বলে উঠে, ঐ দেখো পাখি দু'টোর মতো আমাদের সংসার--

রানা অন্তরার কথা শুনে মনে মনে খুশি হয়। ৯

(১৩ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

পৈত্রিক ধনের মত প্রজ্ঞাও উত্তম;

যারা সূর্য দেখতে পায় তাদের পক্ষে তা আরো উপযোগী।

কারণ প্রজ্ঞা ও আশ্রয়, ধনও আশ্রয়, এবং সদ্জ্ঞান যে সুবিধা দেয় তা এই,

যারা প্রজ্ঞার অধিকারী,

প্রজ্ঞা তাদের উপরে জীবন সঞ্চার করে। (উপদেশক ৭: ১১-১২)

তারপরেও হতাশাপ্রযুক্ত উপদেশকে সলোমন বলেন–

অতি ধার্মিক হয়ো না,

অতিমাত্রা প্রজ্ঞাবানও হয়োনা।

কেন তোমার নিজের বিনাশ চাও? (উপদেশকক ৭: ১৬)

উপদেশকের জীবনের প্রতি যে হতাশা তার মূল কারণ "মৃত্যু"। মৃত্যু মানুষের সমস্ত কাজের ফল চুরি করে। এখানে এসে সমস্ত যুক্তি, বিশ্বাস ও কর্ম অর্থহীন এবং অসার হয়ে যায়।

সলোমন জীবন ভালোবাসেন বলেন– *মৃত সিংহের চেয়ে জীবিত কুকুরই হওয়া শ্রেয় (উপদেশক ৯:৪)* কেননা মৃতেরা কিছুই জানে না–তাদের ঈর্ষা, দ্বেষ ও প্রেম সব কিছুই বিনষ্ট হয়। এই চিন্তাই আবার হিব্রুদের জীবনকে হতাশায় পূর্ণ করে দেয়। তাই সে বলে, *'মৃত্যুর পরে যা ঘটবে, তা দেখবার জন্যে কে তাকে চালিত করতে পারবে?' (উপদেশক ৩: ২২)*

মধ্যপন্থা: এই ধারায় বলা হয়, সংযম অথবা অসংযম দু'টিই পরিত্যাগ করা উচিৎ। অতিরিক্ত ভালো এবং অতিরিক্ত মন্দ উভয় কাজই ত্যাগ করে মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করা শ্রেয়।

হিব্রুদের সমাজে সন্দেহবাদ অদৃষ্টবাদ ব্যাপকভাবে আলোচিত হলেও নীতি ও দর্শন চর্চায় তারা বিশেষ অবদান রাখতে পেরেছিল। ওল্ড টেস্টামেন্টের বিভিন্ন স্থানে তাদের নৈতিক দর্শনের উল্লেখ রয়েছে। হিতোপদেশ বা বেন-সিরা পুস্তকে ঈশ্বরের প্রতিভক্তি, মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য, শালীন ব্যবহার, বন্ধুত্ব, একের প্রতি অন্যের সম্পর্ক, হিংসা ও লোভ পরিহার, ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই খ্রিস্টীয় জীবনাচারের প্রশ্নে কীতুবীম পাঠ ও বোঝার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ৯

তুমি থেকো আনন্দলোকের বাস কক্ষে

(ফাদার বার্নার্ড রোজারিওর মহা প্রয়াণ স্মরণে)

যিশু বাউল

সম ইচ্ছা, সম উদ্দেশ্য নিয়ে
হেঁটেছি আমরা সুদীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর ধরে,
শৈশব কৈশর পেরিয়ে দূরন্ত যুব বয়সে
আমাদের যাজকত্ব সংস্কার গ্রহণ
ত্রিশে ডিসেম্বর উন্নিশত ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে।

বরেন্দ্র সমতল, শহর, নগরের
পথ প্রান্তে জন-সমাবেশে তিরিশ বছরের
পালকীয় সেবা দায়িত্বের শেষ প্রান্তে এসে
তুমি সঙ্গী হলে ঘাতক ক্যান্সারের সাথে।

জীবন যুদ্ধের অবসানে
তোমার নিথর দেহ আমাদের সম্মুখে
বলা না বলা, মান অভিমান সাঙ্গ করে
তুমি এখন নিশ্চিন্তে বিশ্রামে সাড়ে তিন হাত
মাটির নিবাসে।

বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা
আর সাধ স্বপ্ন নিয়ে
প্রার্থনা করেছি শত সহস্রবার
স্রষ্টার ইচ্ছায় পূর্ণতা পায় যেন তোমার জীবনে।

চিরনিদ্রায় নিদ্রিত তুমি এবার
ত্রিশ বছরের সেবা দায়িত্বের ক্লান্তি অবসানে
স্রষ্টার নিবিড় ভালোবাসার স্পর্শে
তুমি থেকো 'আনন্দলোকের বাস কক্ষে'।

তোমাকে শেষ শ্রদ্ধা ভক্তি নমস্কার
আমাদের প্রার্থনাপূর্ণ ইচ্ছাতে
মাটির ঘরে চির শান্তিতে বিশ্রাম তোমার
স্রষ্টার পাদপদ্মে এই প্রার্থনা সবার।

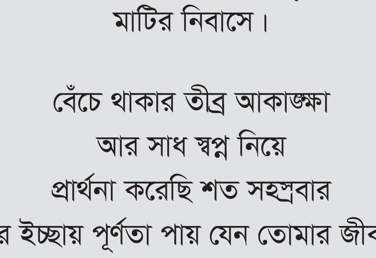

আলোচিত সংবাদ

বিশ্বে মাছ চাষে সেরা পাঁচে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ মৎস্যচাষি দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য আহরণে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদনকারী দেশের অবস্থানও ধরে রেখেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে এ তথ্যটি প্রকাশ করেছেন।

'দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ২০২৬' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বে মৎস্য ও মৎস্যচাষ খাতে মোট উৎপাদন রেকর্ড ২৩ কোটি ৫০ লাখ টনে পৌঁছেছে। এর মধ্যে জলজ প্রাণীর উৎপাদন ছিল ১৯ কোটি ৫০ লাখ টন এবং শৈবালের উৎপাদন ৪ কোটি টন। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে তুলনায় মোট উৎপাদন বেড়েছে ৫.২ শতাংশ। এ উৎপাদনের প্রাথমিক বিক্রয়মূল্য ধরা হয়েছে প্রায় ৫৬ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার। প্রতিবেদন অনুযায়ী, মোট উৎপাদনের ৬৭ শতাংশ এসেছে সামুদ্রিক জলসীমা থেকে। এর মধ্যে ৫১ শতাংশ উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য আহরণ এবং ৪৯ শতাংশ মৎস্যচাষ থেকে এসেছে। বাকি ৩৩ শতাংশ উৎপাদন হয়েছে অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে, যার ৮৪ শতাংশই মৎস্য চাষ থেকে পাওয়া যায়। *সূত্র: বাসস*

https://www.kalerkantho.com/online/national/2026/06/27/1703422

খাদ্যনিরাপত্তায় বাংলাদেশকে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক

বিশ্ববাজারে সার ও জ্বালানির দাম এবং সরবরাহে অস্থিরতা মোকাবিলা, খাদ্যনিরাপত্তা টেকসই রাখা এবং দ্রুত সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা বাড়াতে বাংলাদেশে দু'টি প্রকল্পে ১ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার অনুমোদন দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। গত শুক্রবার (২৬ জুন) বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইটে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের ডিভিশন ডিরেক্টর জ্যঁ পেসমে বলেন, মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের কারণে খাদ্য, সার ও জ্বালানির দাম বৃদ্ধি এবং রাজস্ব ব্যয়ের সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এতে ক্ষুদ্র কৃষক এবং দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এ প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশকে তাৎক্ষণিক সহায়তা দিতে এগিয়ে এসেছে বিশ্বব্যাংক। ধান উৎপাদনের জন্য সার সরবরাহ নিশ্চিত করা, পরিবার, কর্মসংস্থান ও জীবিকা সুরক্ষা এবং জরুরি সেবা অব্যাহত রাখতে এ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

https://www.dainikbangla.com.bd/national/78237

ফের বিশ্ববাজারে তেলের দাম উর্ধ্বমুখী (২৯ জুন ২০২৬)

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের পাল্টাপাল্টি হামলার জেরে মধ্যপ্রাচ্যে আবারও উত্তেজনা বেড়েছে। এতে দুই দেশের অস্থায়ী শান্তি চুক্তির স্থায়িত্ব নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে হরমুজ প্রণালি দিয়ে জ্বালানি তেল পরিবহনও আবার ধীর হয়ে পড়েছে। এর প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৫৮ সেন্ট বা ০ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়ে ৭২ দশমিক ৫৭ ডলারে উঠেছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেলের দাম ৮৮ সেন্ট বা ১ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৭০ দশমিক ১১ ডলারে পৌঁছেছে। ডাচ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইএনজির বিশ্লেষকদের মতে, তেলের বাজারে এখনো উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে। তবে বাজারের অনেক অংশগ্রহণকারী মূলত তেল সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনার দিকেই বেশি নজর দিচ্ছেন এবং বৈশ্বিক ভারসাম্যে এর প্রভাব বিবেচনা করছেন।

https://www.dailyvorerpata.com/news/118243

শহীদ মিনারে শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারকে শেষ শ্রদ্ধা, গার্ড অব অনার

বরেণ্য শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সর্বস্তরের মানুষ। মঙ্গলবার (৩০ জুন ২০২৬) বেলা একটার কিছু আগে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিল্পীর মরদেহ নেওয়া হয়। সেখানে তাঁকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। শিল্পীকে শেষবারের মতো নেওয়া হবে তাঁর প্রথম কর্মস্থল চারুকলা অনুষদে। পরে শিল্পীকে বনানী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হবে। শিল্পের বহু মাধ্যমের অঙ্গন আপন সৃজনপ্রতিভায় রাঙিয়েছেন শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার। খোদ সত্যজিৎ রায় মুগ্ধ ছিলেন তাঁর জলরঙের ছবিতে, তাঁর প্রযোজিত 'রক্তকরবী' নাটকে। জীবনের ৯০ বছরের পরিক্রমা শেষে গতকাল সোমবার(২৯জুন) অনন্তলোকের পথে যাত্রা করেন সবার প্রিয় শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার। অনেক দিন ধরে প্রবীণ এই শিল্পীর শরীর ভালো যাচ্ছিল না। পরিবার সূত্রে জানা গেল, বছরখানেক ধরে মাঝেমধ্যেই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হচ্ছিল। সর্বশেষ স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল গত ঈদুল আজহার পর। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় ১৪ জুন তাঁকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যান তিনি।

তথ্য: প্রথম আলো

শিখা অনির্বাণ বন্ধ, জ্বলছে শিখা চিরন্তন

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অদম্য সাহস ও সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের প্রতীক হিসেবে ঢাকা সেনানিবাসে স্থাপিত ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ শিখা অনির্বাণ আপাতত জ্বলছে না। জ্বালানি সাশ্রয়ে সরকারের নীতিগত অবস্থানের অংশ হিসেবে গত ২ মে থেকে এটি বন্ধ রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার(জুন ৩০) সেনাসূত্রে জানা গেছে, বর্তমান নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় দিবস, রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধা নিবেদন, সামরিক আনুষ্ঠানিকতা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অনুষ্ঠানের সময় শুধু মাত্র শিখাটি প্রজ্বলিত করা হবে। অন্য সময় জ্বালিয়ে রাখা হবে না। তবে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের আরেক স্মারক শিখা চিরন্তন স্বাভাবিকভাবে জ্বলছে। তদারককারীরা গতকাল (৩০ জুন) সমকালকে বলেন, ওই এলাকায় গ্যাসের চাপ কমে গেলে মাঝেমধ্যে অগ্নিশিখাটি একটু ছোট হয়ে যায়। তবে এর বাইরে বড় কোনো সমস্যা নেই। শিখা অনির্বাণ কেন জ্বালানো হচ্ছে না এ ব্যাপারে গতকাল(৩০ জুন) খোঁজ নেওয়ার পর সেনাসূত্রে জানা গেছে, জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকারের মিতব্যয়িতা নীতির অংশ হিসেবে শিখা অনির্বাণ জ্বালানো হচ্ছে না। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি, অস্থিতিশীলতার কারণে বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বেশ কিছু সাশ্রয়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেই প্রেক্ষাপটে শিখা অনির্বাণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে শিখা অনির্বাণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি রাষ্ট্রের অবস্থানের কোনো সম্পর্ক নেই বলে সূত্রের দাবি।

https://samakal.com/capital/article/359965/

খামেনির জানাজায় অংশ নিতে ইরান যাচ্ছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন

ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির রাষ্ট্রীয় জানাজায় অংশ নিতে তেহরান যাচ্ছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। তিনি ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফের আমন্ত্রণে এ সফর করবেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, ইরানের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ বাংলাদেশের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদকে জানাজায় অংশ নেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেই আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তেহরান সফর করবেন এবং জানাজায় অংশ নেবেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্য ও জানাজার নামাজ ৪ থেকে ৯ জুলাই তেহরান, কোম ও মাশহাদ শহরে অনুষ্ঠিত হবে। ওই জানাজায় বাংলাদেশ সরকার ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ অংশ নেবেন।

https://www.jugantor.com/national/1120922

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সিস্টার স্মেরিলি সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিষয়ক ডিকাস্টারির নতুন প্রিফেক্ট

সিস্টার আলেসান্দ্রা স্মেরিলি-কে প্রিফেক্ট, কার্ডিনাল ফাবিও বাজ্জিও-কে প্রো-প্রিফেক্ট (বিশেষ দায়িত্ব: Laudato si' উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র) এবং মন্সিনিয়র যোজেফ বারলাশ-কে ডিকাস্টারির সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিষয়ক ডিকাস্টারি (Dicastery for Promoting Integral Human Development)-কে নতুন করে সাজিয়েছেন পোপ চর্তুদশ লিও। গত মঙ্গলবার পুণ্যপিতা এই নিয়োগ ঘোষণা করেন, যা ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে।

ডন বস্কো সালেসিয়ান সিস্টার সংঘের সদস্যা সিস্টার আলেসান্দ্রা স্মেরিলি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ডিকাস্টারির সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সেপ্টেম্বর থেকে তিনি ডিকাস্টারির প্রিফেক্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। কার্ডিনাল মাইকেল চেরনি যিনি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই ডিকাস্টারির প্রিফেক্ট ছিলেন সিস্টার স্মেরিলি তার স্থলাভিষিক্ত হবেন।

এছাড়া, ডিকাস্টারির আন্ডার-সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কার্ডিনাল ফাবিও বাজ্জিওকে প্রো-প্রিফেক্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। একই সাথে তাঁর নতুন দায়িত্বের মধ্যে বিশেষভাবে Laudato si' উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধান অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এর মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের যত্ন ও পরিবেশ সংরক্ষণকে ভিত্তি করে সমন্বিত মানব উন্নয়নের প্রতি ভাটিকানের অঙ্গীকার আরও সুদৃঢ় হলো।

একই সঙ্গে, এতদিন ডিকাস্টারির আন্ডার-সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী মন্সিনিয়র যোজেফ বারলাশকে নতুন সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই নিয়োগগুলোর মাধ্যমে সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিষয়ক ডিকাস্টারির নতুন নেতৃত্বের পূর্ণাঙ্গ দল গঠিত হলো। ভাটিকানের এই মন্ত্রণালয়টি ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা, অভিবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, দাতব্য কার্যক্রম, সৃষ্টির যত্ন এবং বিশ্বব্যাপী মানব মর্যাদার উন্নয়নে মণ্ডলীর কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে।

সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীরা ২০৩৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টের মুক্তিদানের পূর্তি উৎসব একসাথে পালন করুক - পোপ চর্তুদশ লিও

ভাটিকানে কনস্টান্টিনোপলের ইক্যুমেনিক্যাল প্যাট্রিয়ার্কেট-এর প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে পোপ চর্তুদশ লিও বলেন, যুদ্ধ ও ক্রমবর্ধমান বিভক্তির এই সময়ে সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীকে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হয়ে উঠতে হবে। একই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ২০৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রভু যিশু খ্রিস্টের মুক্তিদানের দুই হাজার বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশ্বের সব খ্রিস্টানগণ একসঙ্গে উদ্‌যাপন করবে। পোপ মহোদয় বলেন, ২০৩৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টের মুক্তিদানের দ্বিতীয় সহস্রাব্দ উদ্‌যাপনের যাত্রা যেন বিশ্বের সব খ্রিস্টাণগণ একসঙ্গে শুরু করে। পুনরুত্থিত প্রভুর সাক্ষী হওয়ার আহ্বান ও দানকে যেন আমরা নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারি।

দুই মণ্ডলীর প্রতিপালক সাধুদের মহাপর্ব উপলক্ষে পারস্পরিক প্রতিনিধিদল বিনিময়ের যে ঐতিহ্য রয়েছে, তা অব্যাহত রাখতে প্রতিনিধিদল পাঠানোর জন্য তিনি ইক্যুমেনিক্যাল প্যাট্রিয়ার্ক এবং সিনডের সকল সদস্যের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। গত বছর ফানারে অবস্থিত সেন্ট জর্জ প্যাট্রিয়ার্কাল গির্জায় সাধু আন্দ্রেয়ের মহাপর্বে অংশগ্রহণের স্মৃতিও তিনি আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করেন।

এছাড়া, প্যাট্রিয়ার্ক প্রথম বার্থলোমিও এর সঙ্গে তাঁর একাধিক সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করে বলেন, এসব সাক্ষাৎ তাঁদের পারস্পরিক বন্ধুত্বকে আরও গভীর করেছে এবং বিশেষ করে সব খ্রিস্টানদের পূর্ণ ঐক্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার অভিন্ন আকাঙ্ক্ষাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

- ভাটিকান : news.va

(বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায় পড়ুন..)

Bangladesh Catholic Education Board

CBCB The Catholic Bishope Conference of Bangladesh

বাংলাদেশে কাথলিক শিক্ষার উন্নয়নে সহযোগিতার আবেদন

কাথলিক শিক্ষা রবিবার (৩০ আগস্ট ২০২৬)

প্রতিপাদ্য: "একসাথে আমরা সবসময় আরও শক্তিশালী"

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (CBCB) আগস্ট মাসের শেষ রবিবারকে কাথলিক শিক্ষা রবিবার হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই দিনটি পালিত হয় ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস আমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকীর প্রাক্কালে, যাঁর নিবেদিতপ্রাণ নেতৃত্ব ও আত্মত্যাগ বাংলাদেশে কাথলিক শিক্ষার বিকাশে অনন্য ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশে দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে কাথলিক চার্চ মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করে আসছে। এই শিক্ষা কার্যক্রম প্রজন্মের পর প্রজন্ম দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তুলছে এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কাথলিক শিক্ষা রবিবার এবং মাসব্যাপী তহবিল সংগ্রহ অভিযান-এর উদ্দেশ্য হলো:

১। সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোর ও তরুণদের শিক্ষাগত চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

২। বিশেষ করে অনগ্রসর ও সেবাবঞ্চিত অঞ্চলে কাথলিক শিক্ষা, বৃত্তি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা-সুবিধার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণে সহায়তা করা; এবং

৩। কাথলিক শিক্ষার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সুসমাচারভিত্তিক মিশন উদযাপন করা।

বাংলাদেশ এবং প্রবাসে অবস্থানরত সকল আর্চবিশপ, বিশপ, পুরোহিত, ব্রতীধারি-ব্রতধারিণী, উপাচার্য, অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ক্রেডিট ইউনিয়ন, সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং সকল শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তির প্রতি আন্তরিক আবেদন জানাই আপনারা প্রার্থনা, সক্রিয় অংশগ্রহণ, উদার দান এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার মাধ্যমে এই মহৎ উদ্যোগকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করুন।

আসুন, আমরা সকলে মিলে ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস আমল গাঙ্গুলীর অনুপ্রেরণাদায়ক জীবনাদর্শকে ধারণ করি এবং প্রতিটি শিশুর মানসম্মত ও মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করি।

কাথলিক শিক্ষা রবিবার কেন্দ্রীয় কমিটি ১৫ আগস্ট ২০২৬-এর মধ্যে এই কর্মসূচি সম্পর্কিত সকল প্রচারসামগ্রী প্রস্তুত ও বিতরণ করবে। একসাথে সবসময় আমরা আরও শক্তিশালী। একসাথে আমরা শিক্ষাদান করি ও জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসি।

ধন্যবাদান্তে,

কাথলিক শিক্ষা রবিবার দিবস কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক কমিটি এবং
বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ড (BCEB)

বিজ্ঞ/১৩১/২৬

ইঁদুরগুলো লোহা খেয়েছিল

একসময় কোন এক শহরে এক ধনী বণিক ছিলো। কিন্তু সময় গড়ানোর সাথে সাথে তার ব্যবসার অবনতি হতে লাগল। শীঘ্রই তার অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গেল যে, তার সমস্ত টাকাই হারালো না, বরং ঋণেও জড়িয়ে পড়লো। সে শহর ছেড়ে নতুন কোনো জায়গায় ভাগ্য পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলো। ঋণ শোধ করার জন্য সে তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিল। তার শেষ সম্বল হিসেবে শুধু একটি ভারী লোহার বাক্স অবশিষ্ট ছিল। তাই শহর ছাড়ার আগে সে তার এক ভালো বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেল এবং সে ফিরে আসা পর্যন্ত বাক্সটি ঐ বন্ধুর কাছে রাখতে অনুরোধ করল। বন্ধুটি বলল, "অবশ্যই! আমি তোমার বাক্সটি নিরাপদে রাখব।" বণিক তার বন্ধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

সে অনেক বছর ধরে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াল এবং কঠোর পরিশ্রম করল। সে মশলার ব্যবসা শুরু করল এবং শীঘ্রই আবার ধনী হয়ে গেল। সে আবার তার শহরে ফিরে এসে একটি নতুন বাড়ি কিনল এবং একটি বিশাল দোকান খুলল। তার বন্ধু এটাও শুনেছিল যে বণিক শহরে ফিরে এসেছে এবং এতদিনে জমানো টাকা দিয়ে একটি নতুন ব্যবসা শুরু করেছে।

একদিন কাজ শেষে বণিক তার বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেল। বন্ধু তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। তারা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল। চলে যাওয়ার সময় বণিকটি বন্ধুকে তার বাক্সটি ফেরত দিতে বলল। বন্ধু সেটি ফেরত দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই দেখাল না, কারণ সে জানত যে বাক্সটি খুব দামি এবং এটি বিক্রি করলে ভালো দাম পাওয়া যাবে। সে মুখটা বিষণ্ন করে বলল, "একটা খারাপ ঘটনা ঘটেছে। আমি বাক্সটা আমার গুদামঘরে সাবধানে রেখেছিলাম, কিন্তু ইঁদুরে সেটা খেয়ে ফেলেছে। আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।" কিন্তু বণিকটি তার বন্ধুর চাটুরতা বুঝতে পারল। কিন্তু সে সমবেদনার সুরে বলল, "দুঃখ পেয়ো না। ইঁদুরগুলো যে লোহার বাক্সটা খেয়ে ফেলেছে, সেটা তোমার দোষ নয়।" বণিকটি যে তার কথা বিশ্বাস করেছে, তা দেখে বন্ধু খুবই খুশি হলো। বন্ধুটি মনে মনে ভাবল "মানুষ এতটা বোকা হতে পারে!"

ইতিমধ্যে, বণিক তার বন্ধুর ছেলেকে তার সাথে বাড়িতে যেতে বলল, যাতে সে তার জন্য আনা উপহারগুলো দিতে পারে। বন্ধু তৎক্ষণাৎ তার ছেলেকে বণিকের সাথে গিয়ে উপহারগুলো নিয়ে আসতে বলল। বণিকটি বন্ধুর ছেলেকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে তার বাড়ির পাতালঘরে তালাবদ্ধ করে রাখল। সন্ধ্যা নাগাদও ছেলেটি না ফেরায় তার বাবা চিন্তিত হয়ে ছেলের খোঁজ নিতে এলো। কিন্তু বণিকটি বলল, "ওহ! কী দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমরা যখন আমার বাড়ির দিকে আসছিলাম, তখন একটা বাজপাখি নেমে এসে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে গেল। আমি কিছুক্ষণ বাজপাখিটাকে অনুসরণ করেছিলাম কিন্তু তাল মেলাতে পারিনি। আমি দুঃখিত, বন্ধু।" একথা শুনে বন্ধু প্রচণ্ড রেগে গেল। সে বণিককে মিথ্যা বলার জন্য অভিযুক্ত করল। সে জোর দিয়ে বলল যে, একটি বাজপাখি পনেরো বছরের একটি ছেলেকে তুলে নিয়ে যেতে পারে না। ঝগড়া শুরু হলো এবং তারা দুজনেই আদালতে গেল। কেঁদে কেঁদে বন্ধুটি বলল, "মাননীয় বিচারক, আমি আমার ছেলেকে এই লোকটির সাথে তার বাড়ি থেকে কিছু উপহার আনতে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আমার ছেলে আর ফিরে আসেনি। এই লোকটি আমার ছেলেকে চুরি করেছে।" বিচারক বণিককে ছেলেটিকে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। কিন্তু সে জোর দিয়ে বলল যে একটি বাজপাখি ছেলেটিকে নিয়ে গেছে। বিচারক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কীভাবে সম্ভব। এর উত্তরে বলল, "ইঁদুর যদি লোহার বাক্স খেয়ে ফেলতে পারে, তবে বাজপাখি নিশ্চয়ই একটি ছেলেকে তুলে নিয়ে যেতে পারে!" বিচারক বুঝতে পারলেন যে, ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হচ্ছে তার চেয়েও জটিল। তিনি বণিককে সবকিছু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে বললেন। এরপর সে পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করল। আদালতকক্ষে উপস্থিত সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। পরে বিচারক বন্ধুটিকে এবং বণিককে লোহার বাক্সটি ফেরত দিতে এবং বণিককে তার বন্ধুর ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে আদেশ দিলেন।

ভিন্ন পৃথিবী

সপ্তর্ষি

ঘরে কোনে নির্জনে একা বসে ভাবছি
এ কোন জগতে এলাম মানুষের বেশে
পৃথিবী নামক স্থানে আজ নেই শান্তি
চারিদিকে দেখি শুধু অশান্তি আহাজারি।

অর্থের নেশায় সবাই চলে বিপথে
সত্যকে চাপা দিয়ে মিথ্যা উপরে উঠে
সৎ পথে যদি কেউ চায় জীবন চালতে
দেয় না তাকে কেউ সত্য নিয়ে বাঁচতে।

ন্যায্যতার আশায় মানুষ ছুটে আদালতে
সঠিক বিচার পাবে এই আশা বুকে নিয়ে
বিচারকের চোখ কালো কাপড়ে বাঁধা
উকিলে যুক্তি-তর্কে সত্য হয়ে যায় মিথ্যা।

কি লাভ বলো দু'দিনের এই দুনিয়ায়
এত সম্পদ, বাড়ি-গাড়ি এত বাহাদুরী
অশান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে
যদি না থাকে মনে এতটুকু শান্তি।

সবাব কণ্ঠে শুনি আরো বেশি চাই চাই
আজ সৎ পথ সৎ জীবন সবাই ভুলে গিয়ে
বিধাতার ভালোবাসায় গড়া এই দুনিয়াকে
গড়ছে অসত্য-অশান্তির এক ভিন্ন পৃথিবীতে।

ভাওয়াল আঞ্চলিক পিডব্লিউপিএন ও ইওয়াইএম সেমিনার অনুষ্ঠিত

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ: গত ১৯ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে গাজীপুরের দড়িপাড়া পবিত্র পরিবার ধর্মপল্লীতে পিডব্লিউপিএন (PWPN) ও ইওয়াইএম (EYM)-এর আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করা, প্রার্থনাময় জীবন গঠনে উৎসাহ প্রদান এবং মানুষের মধ্যে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ বিকাশের লক্ষ্যে ভাওয়াল আঞ্চলিক পিডব্লিউপিএন ও ইওয়াইএম-এর অর্ধদিবসব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ভাওয়াল অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত প্রায় ১৮০ জন প্রতিনিধি ও সদস্য এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিডব্লিউপিএন'র কান্ট্রি ডিরেক্টর ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দড়িপাড়া পবিত্র পরিবার ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ, ভাওয়াল আঞ্চলিক পিডব্লিউপিএন ও ইওয়াইএম'র আঞ্চলিক কো-অর্ডিনেটর সিস্টার মেরী খ্রীষ্টিনা রোজারিও এসএমআরএ এবং মি. দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ।

সকাল ৯টায় এসএমআরএ সিস্টারগণ ও দড়িপাড়া ধর্মপল্লীর প্রার্থনা দলের পরিচালনায় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। পরে অতিথিদের পরিচয় পর্ব ও স্থানীয় শিশু শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে প্রধান অতিথি ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি ও ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ এবং সিস্টার মেরী খ্রীষ্টিনা রোজারিও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সেমিনারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

সেমিনারের মূল অধিবেশনে ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি পিডব্লিউপিএন ও ইওয়াইএম-এর ইতিহাস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বৈশ্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, প্রার্থনা শুধু একটি ধর্মীয় অনুশীলন নয়; এটি ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম। পিডব্লিউপিএন ও ইওয়াইএম বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে প্রার্থনা, আত্মিক বিকাশ এবং সুসমাচার প্রচারের চেতনাকে জাগ্রত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দ্বিতীয় অধিবেশনে ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি 'আমাদের জীবনে প্রার্থনার গুরুত্ব' বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, প্রার্থনা মানুষের অন্তরকে ঈশ্বরের দিকে উন্মুক্ত করে। প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা জীবনের সঠিক পথ খুঁজে পাই, দুঃখ-কষ্টে সাহস লাভ করি এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রার্থনার বিকল্প নেই।

পরবর্তীতে ভাওয়াল আঞ্চলিক পিডব্লিউপিএন ও ইওয়াইএম-এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ, মিসেস মালতি, মি. পল, মিসেস গোলাপী এবং সিস্টার মেরী দেবাশীষ এসএমআরএ প্রমুখ। বক্তারা আগামী দিনে নিয়মিত প্রার্থনা সভা, আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ, যুব নেতৃত্ব উন্নয়ন কর্মসূচি, ধর্মশিক্ষা কার্যক্রম এবং সামাজিক সেবামূলক উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অর্ধদিবসব্যাপী সেমিনারে অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

শেষে সকল অতিথি, অংশগ্রহণকারী, আয়োজক ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি। প্রার্থনা ও আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মানবিক ও খ্রিস্টীয় গঠন কোর্স - ২০২৬

এডওয়ার্ড হালদার: বিগত ১৮-২৭ জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে সেক্রেড হার্ট পাস্টলার সেন্টার গৌরনদীতে বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের নয়টি ধর্মপল্লীর এসএসসি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এসএসসি উত্তর মানবিক ও খ্রীষ্টিয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬৩ জন ছাত্র-ছাত্রী, ৫ জন ফাদার, ১ জন ডিকন, ৪ জন সিস্টার ও ৯ জন এনিমেটর'সহ মোট ৮২ জন উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী নৃত্য ও ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে অতিথি ও কোর্সের আগত অংশগ্রহণকারীদের বরণ করা হয়। গঠন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ক্লারেন্স পলাশ হালদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ফাদার ফ্রান্সিস লিটন গোমেজ, বরিশাল অঞ্চল কারিতাসের আঞ্চলিক পরিচালক মি: ফ্রান্সিস বেপারী, ফাদার বার্নাবাস মন্ডল, ফাদার লূক আলবার্ট বাড়ৈ, ডিকন টমাস রনি গোমেজ, সিস্টার লাভলী আরএনডিএম, সিস্টার শেলী এলএইচসি, সিস্টার শেফালী এলএইচসি, সিস্টার প্রনালী এলএইচসি প্রমুখ। প্রদীপ প্রজ্জলন ও বাইবেল স্থাপনের মধ্য দিয়ে এবং ফাদার ক্লারেন্স পলাশ হালদার এর উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ১১ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়।

কোর্সের অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রতিভার বিকাশ ও সৃজনশীলতার জন্য বাইবেল ভিত্তিক নাটিকা প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা, বির্তক প্রতিযোগিতা। সৃজনশীল ধ্যানমূলক প্রার্থনা, মালা প্রার্থনা, সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা, বাইবেল ভিত্তিক প্রার্থনা, জীবন সহভাগিতা এবং পবিত্র ক্রুশের আরাধনা ও এক্সপোজার ছিল অংশগ্রহণপূর্ণ এবং প্রাণবন্ত। এছাড়া খেলাধুলার পাশাপাশি দৈনন্দিন দলগত কাজ যেমন, আঙ্গিনা পরিষ্কার, নিজ কক্ষ পরিষ্কার,

থালা-বাসন ধোঁয়া, অধিবেশন কক্ষে সহায়তা করা ছিল শিক্ষণীয় ও আনন্দময়। খ্রিস্ট বিশ্বাসে যুব জীবনের ধর্মশিক্ষা ও বাইবেলের গুরুত্ব, বিবাহ ও মাণ্ডলিক আইন, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব, পুণ্য সংস্কারসমূহের প্রাথমিক ধারণা, ম্যানেজমেন্ট ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স, প্রকৃত খ্রিস্ট বিশ্বাস ও বিশ্বাসের জীবন, খ্রিস্ট জীবিত: খ্রিস্টের সাথে বন্ধুত্ব গড়া, জীবন ও জীবিকায়: এসো সফল উদ্যোক্তা হই, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও করণীয়, মাদকের কুফল, প্রজনন স্বাস্থ্য ও জীবন দক্ষতা, জীবন আহ্বান এবং বিসিএসএম ও যুব কার্যক্রম প্রশিক্ষণ কোর্সের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রশিক্ষণ কোর্সের শেষে ছিল কোর্স মূল্যায়ন, সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরণ। সমাপনী খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন ভিকার জেনারেল ফাদার লরেন্স লেকাভালিয়ে গোমেজ। পরিশেষে যুব কমিশনের পক্ষে থেকে তাকে শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।

আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীতে নিত্য সাহায্যকারিণী কুমারী মারিয়ার পর্ব পালন

ফাদার সনেট কস্তা: রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের আন্ধারকোঠা ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা নিত্য সাহায্যকারিণী কুমারী মারীয়ার পর্ব ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয়। পর্ব উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী নভেনা প্রার্থনাও অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ জুন ধর্মপল্লীর প্রধান ফটক থেকে নিত্য সাহায্যকারিণী কুমারী মারীয়ার প্রতিকৃতি নিয়ে যাজক ও সিস্টারগণ এবং প্রায় ছয়শত খ্রিস্টভক্তের অংশগ্রহণে পাড়িয়া ভাষায় কীর্তন, প্রার্থনা ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা করে গির্জায় প্রবেশ করা হয়। ফাদার উজ্জ্বল গ্রেগরী পবিত্র খ্রিস্টযাগের প্রধান পৌরহিত্য করেন। এছাড়াও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারাণ্ডী, পাল পুরোহিত ফাদার প্রেমু রোজারিও, ফাদার পল পিটার কস্তা ও ফাদার সনেট কস্তা ছিলেন।

খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার উজ্জ্বল গ্রেগরী নিত্য সাহায্যকারিণী কুমারী মারীয়ার মাতৃস্নেহ, তাঁর মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা এবং বিশ্বাসীদের জীবনে অব্যাহত সহায়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মা মারীয়ার মধ্য দিয়ে আমরা খ্রিস্টের আরও নিকটবর্তী হতে পারি। তিনি সকলকে প্রার্থনাময় জীবন, দৃঢ় বিশ্বাস এবং মা মারীয়ার আদর্শ অনুসরণ করে খ্রিস্টীয় জীবনে আরও নিবেদিত হওয়ার আহ্বান জানান। খ্রিস্টযাগ শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে আশীর্বাদিত বিস্কুট বিতরণ করা হয়। পরে পর্ব উপলক্ষে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষে ছিলো মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে নৃত্য, সঙ্গীত, দলীয় ও একক অভিনয়ের মাধ্যমে নিত্য সাহায্যকারিণী কুমারী মারীয়ার জীবন ও বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করা হয়।

বরিশাল ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত ঘোড়ারপাড় ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১৯ জুন ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, বরিশাল ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত ঘোড়ারপাড় ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তাই তাদের যত্ন নেওয়া আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। উক্ত শিশুমঙ্গল দিবসের মূলসুর ছিল, "জীবন হোক ফলবান, ভালো কাজের আলোয় হোক ঈশ্বরের গৌরব"। এতে ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সারাদিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনে ছিল আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও বিনোদনের এক চমৎকার মেলবন্ধন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই শিশুরা সম্মিলিতভাবে রোজারিমালা প্রার্থনায় অংশ নেয় এবং এরপর তাদের আত্মিক মঙ্গল কামনায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়।

খ্রিস্টযাগের পরপরই শিশুদের রঙিন ও আনন্দমুখর একটি র‍্যালি ধর্মপল্লী প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে। এরপর দিবসের মূল প্রতিপাদ্যের ওপর শিশুদের উদ্দেশে শিক্ষণীয় ও অনুপ্রেরণামূলক সহভাগিতা করেন বরিশাল ধর্মপ্রদেশের পিএমএস (PMS) ডিরেক্টর ফাদার জার্মেইন সঞ্জয় গোমেজ এবং পাশাপাশি শিশুদের মাঝে ধন্যাকুমারী মারীয়ার আদর্শ ও জীবনগাথা তুলে ধরেন সিস্টার ক্লারা এলএইচসি (LHC)।

একই সাথে শিশুদের মেধা ও মনন বিকাশের লক্ষ্যে আয়োজন করা হয় বাইবেল কুইজ, নানাবিধ খেলাধুলা এবং একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা ও সার্বিক সহযোগিতায় নিয়োজিত ছিলেন ডিকন অঞ্জন শিকদার, সিস্টার মিতা মরেচ এলএইচসি এবং সিস্টার মিলন এলএইচসি। অংশগ্রহণকারী একজন তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, "এই শিশুমঙ্গল দিবসে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি খুবই খুশি ও আনন্দিত। অন্যদের মত আমিও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি এবং পুরস্কার পেয়েছি।"

আনন্দ, প্রার্থনা আর পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে সফলভাবে সমাপ্ত হওয়া এই উৎসবমুখর দিনটির শেষে সবার একটাই প্রার্থনা– আমাদের শিশুরা যেন ভালো কাজের আলোয় বেড়ে ওঠে এবং তাদের জীবন ঈশ্বরের গৌরবে ফলবান হয়ে ওঠে। - ***আরভিএ নিউজ***

(১৯ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

নিসিয়ার প্রথম মহাসভা-র ১,৭০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান ছিল ঐক্যের একটি উজ্জ্বল সাক্ষ্য। নিসিয়ার বিশ্বাসঘোষণা (Nicene Creed) অবশ্যই খ্রিস্টীয় ঐক্যের অভিযাত্রার ভিত্তি ও পথ নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। যুদ্ধ, ক্রমবর্ধমান মেরুকরণ এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিভাজনে চিহ্নিত এই যুগে, পরস্পরের সঙ্গে পুনর্মিলিত এবং একই বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ খ্রিস্টানদের শান্তির এক বিশ্বাসযোগ্য চিহ্ন হয়ে উঠতে হবে। এতে বিশ্বের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হবে।

প্রকাশনার গৌরবময় ৮৬ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

তুমি আছো আমাদের হৃদয় মন্দিরে

পৃথিবীর আবর্তনে তুমি এসেছিলে আমাদের মাঝে, অতি আপনজন হয়ে। তেমনিভাবে ভালোবাসা, মায়া-মমতার সকল বন্ধন ছিঁড়ে চলে গেছ আমাদের একা করে বহুদূরে। ১০ জুলাই সবাইকে কাঁদিয়ে তুমি পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। আজও আমাদের তোমার এই অকালমৃত্যু মেনে নিতে কষ্ট হয় যে তুমি আমাদের মাঝে নেই। তবুও তুমি বেঁচে আছো আমাদের হৃদয় মাঝে। তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ, তোমার অপরিসীম ভালোবাসাকে সম্বল করে আমরা বেঁচে আছি। আমরা বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গধামে ঈশ্বরের কাছে ভালো আছো। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো।

পরিবারবর্গ
বাবা : মুকুল রোজারিও
মা : অনিমা কোড়াইয়া
বোন : কবিতা, পুরবি, ছন্দা

প্রয়াত রেক্সি বাবু রোজারিও
জন্ম: ২৯ মার্চ, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ জুলাই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

দড়িপাড়া মূলকারবাড়ি পূর্বপাড়া
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/১৩৩/২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৬০০/- (ছয়শত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫/০১৭৯৮-৫১৩০৪২
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ২২

THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 22

Regd. No. DA-33

❖ 5 - 11 July, 2026, ২১ - ২৭ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

বড়দিন উপলক্ষে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট আহ্বান

- আপনি কি লেখালেখি করেন?
- আপনি কি নাটক লেখেন?
- আপনি কি আসন্ন বড়দিনে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
- তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন। স্ক্রিপ্টে থাকবে বিশ্বাস-প্রত্যাশা, মিলন-আনন্দসহ খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন নাটক। নাট্যাংশে থাকবে যিশুর জন্ম-কাহিনী।
- আরও থাকবে : নাচ, গান, বাণী।

স্ক্রিপ্ট আগামী ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত শ্রেষ্ঠ স্ক্রিপ্টটি নিয়ে কাজ করা হবে। স্ক্রিপ্ট সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

পরিচালক

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org